মহাভারত

মুষলপর্ব্ব

কাশীরাম দাস

সূচিপত্র

- যদুবালকদিগের প্রতি ব্রহ্মশাপ এবং শাম্বের মুষল প্রসব 2
- যদুকুল ক্ষয়ার্থে কৃষ্ণ-বলরামের যুক্তি 4
- যাদবগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের প্রভাসতীর্থে গমন 6
- যদুবালকগণের জলক্রীড়া 7
- সাত্যকির সহিত শ্রীকৃষ্ণের বাদানুবাদ 9
- যদুকুল ধ্বংস ও বলরামের দেহত্যাগ 12
- শ্রীকৃষ্ণের দেহত্যাগ 15
- অর্জ্জুনের দ্বারকায় আগমন এবং প্রভাসে রামকৃষ্ণের মৃতশরীর দর্শন 18
- অর্জ্জুনের বিলাপ 20
- অর্জ্জুন কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণাদির ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য সম্পাদন 21
- দস্যুগণ কর্ত্তৃক যদুপত্নীগণ হরণ ও তাঁহাদের পাষাণত্ব বিবরণ 23
- অর্জ্জুন কর্ত্তৃক যুধিষ্ঠিরের নিকট যদুবংশ ধ্বংস কীর্ত্তন 27
- যুধিষ্ঠিরের বিলাপ 30
- দ্রৌপদীর সহিত পঞ্চ পাণ্ডবের মহাপ্রস্থান 32
- প্রজাগণের খেদোক্তি 33
- প্রজালোকের প্রতি যুধিষ্ঠিরের প্রবোধবাক্য এবং অর্জ্জুনের গাণ্ডীব ধনু ও অক্ষয় তূণীরদ্বয় পরিত্যাগ 36

www.bengaliebook.com

যদুবালকদিগের প্রতি ব্রহ্মশাপ এবং শাম্বের মুষল প্রসব

জন্মেজয় বলে শুনি কহ তপোবন।
কি কি কর্ম্ম করিলেন রুক্মিণীরমণ॥
ভার নিবারণ হেতু হৈয়া অবতার।
একে একে নাশিলেন পৃথিবীর ভার॥
তবে কোন্ কর্ম্ম করিলেন যদুমণি।
বিবরিয়া আমাকে কহিবা মহামুনি॥
ভারত শুনিতে রাজা বড় হৃষ্টমন।
পরাগে করয়ে যেন ষট্পদ ভ্রমণ॥
প্রশ্ন করি সর্ব্ব তত্ত্ব লন মুনিস্থানে।
সাধু সত্ত্বগুণে রাজা পূর্ণ সর্ব্বগুণে॥
নহিল নহিবে হেন সাধু ক্ষিতিতলে।
যার যশ প্রচারিল এ মহীমণ্ডলে॥
নৃপতির প্রশ্ন শুনি মুনি মহাশয়।
সাধু সাধু বলিয়া রাজারে প্রশংসয়॥

বলেন বৈশম্পায়ন শুন কুরুপতি।
দ্বারকায় বিহার করেন লক্ষ্মীপতি॥
একদিন বেদী পরে বসি নারায়ণ।
রুক্মিণী প্রভৃতি নারী সেবয়ে চরণ॥
জাম্ববতী সত্যভামা ভদ্রা নগ্নজিতি।
মিত্রবিন্দা মাদ্রী আর কালিন্দী শ্রীমতি॥
এই অষ্ট পাটরাণী শ্রীকৃষ্ণমোহিণী।
ষোড়শ সহস্র আর কৃষ্ণের রমণী॥
নিজ মনোরথে সবে সেবয়ে শ্রীহরি।
চামর ব্যজন করে নিজ হস্তে করি॥
তাম্বুল যোগায় কেহ মনের হরিষে।
রাতুল চরণ কেহ চাপে পরিতোষে॥
হেনমতে করে সবে প্রভুর সেবন।
অনিত্য সুখেতে লিপ্ত কমলারমণ॥
ব্রহ্মা আদি দেবগণ একত্র হইয়া।
একদিন সবে যুক্তি করেন বসিয়া॥
ত্যজিয়া বৈকুণ্ঠনাথ বৈকুণ্ঠ বসতি।
পৃথিবীতে রহিলেন না করেন স্মৃতি॥
নরদেহ ধরিয়া নাশিতে ক্ষিতি-ভার।
মহা দৈত্যগণেরে করিলেন সংহার॥
করিলেন বহু কর্ম্ম কেলি অনুসারে।
যাহা স্মরি পাপীলোক যায় ভবপারে॥
দিন দিন অবনীতে করেন বিহার।
বৈকুণ্ঠে আসিতে এবে হয় সুবিচার॥
হেনমতে দেবগণ করে অনুমান।
জানিলেন সর্ব্ব অন্তর্য্যামী ভগবান॥
বেদীতে বসিয়া কৃষ্ণ তুলিয়া নয়ন।
দ্বারকার বসতি করিলা নিরীক্ষণ॥
স্থানে স্থানে বসতি লোকেতে পূর্ণ সব।
নগর ভিতরে সব লোক কলরব॥
ঠেলাঠেলি-গতায়াতে পথ নাহি পায়।
পথ ঘাট লোকেতে পূর্ণিত সর্ব্বথায়॥
দেখিয়া চিন্তিত হইলেন নারায়ণ।
কি উপায় করিবেন ভাবেন তখন॥
পৃথিবীর ভার আমি করিব সংহার।
আমা হৈতে হৈল আরো চতুর্গুণ ভার॥

করযোড়ে বলে যত কৃষ্ণের নন্দন।
হের অবগতি কর যত মুনিগণ॥
চিরদিন গর্ভবতী এই ত অঙ্গনা।
না হয় প্রসব বড় পাইছে যন্ত্রণা॥

কতদিনে প্রসবিবে কি হবে অপত্য।
আপনারা মহাজ্ঞানী কহিবেন সত্য॥
এত শুনি মুনিগণ কুমারের বাণী।
ধ্যানস্থ হইয়া দেখি কহিল তখনি॥
জানিলাম শুন ওহে কৃষ্ণের কুমার।
লৌহপাত্রে করিয়াছ গর্ভের আকার॥
অবজ্ঞা জানিয়া ক্রোধ হৈল মুনিগণে।
ক্রোধমুখে কহিতে লাগিল ততক্ষণে॥
কৃষ্ণের নন্দন তোরা যদুকুলোদ্ভব।
ব্রাহ্মণেরে উপহাস করহ যাদব॥
যে লৌহপাত্রেতে কৈলে গর্ভের আকৃতি।
এখনি উত্তম বংশ হইবে উৎপত্তি॥
তাহা হৈতে তোমা সবে হবে বড় ভয়।
যদুকুল ধ্বংস হবে জানিহ নিশ্চয়॥
হেনই সময় সেই জাম্ববতী-সুত।
মুষল প্রসব এক কৈল আচম্বিত॥
চিন্তিত হইল দেখি যতেক কুমার।
কি করিব কি হইবে করেন বিচার॥
মুষল দেখিয়া অতি বিষাদিত মন।
সকল কুমার হৈল মলিন বদন॥
আপনার দোষে হৈল কুলের নিধন।
কুল অন্ত হবে হেন বুঝয়ে কারণ॥
অজ্ঞান হইয়া কৈনু দ্বিজে উপহাস।
রক্ষা নাহি নিশ্চয় হৈবে সর্ব্বনাশ॥
শুনিয়া কি বলিবেন দেব গদাধর।
না জানি কি কহিবেন দেব হলধর॥
কি হেতু কুবুদ্ধি আজি হৈল মোসবার।
কোন্ মতে হৈবে ইহার প্রতিকার॥
কোন লাজে লোকে তবে দেখাব বদন।
শুনিলে এখনি ক্রুদ্ধ হবে নারায়ণ॥
বড় লজ্জা ভয় আজি হ'ল মোসবার।
বাহুড়িয়া গৃহে পুনঃ যাইব না আর॥
এই অনুতাপ করে যত শিশুগণ।
অন্তর্য্যামী জানিলেন সব নারায়ণ॥
পুত্রগণ সন্নিকটে আসি গদাধর।
কহেন সবার প্রতি মধুর উত্তর॥
কি কারণে মৌনভাব দেখি পুত্রগণ।
কোন্ দুঃখে দুঃখী হৈলে কহত কারণ॥
কৃষ্ণের বচনে কহে যতেক কুমার।
দৈবেতে কুবুদ্ধি তাত হৈল মোসবার॥
কুকর্ম্ম হৈল আজি বুদ্ধি হৈল হ্রাস।
মুনিগণে দেখি করিলাম উপহাস॥
তার প্রতিফল এই হইল মুষল।
কোপে শাপ দিয়া গেল ব্রাহ্মণ সকল॥
ইহা হ'তে হইবেক যদুবংশ ক্ষয়।
এই হেতু আমাদের হইয়াছে ভয়॥
লজ্জা ভয়ে হইয়াছে আকুল পরাণ।
বুঝিয়া যা হয় দেব করহ বিধান॥
কুমারগণের কথা শুনিয়া শিহরি।
শিশুগণে আশ্বাসিয়া কহেন শ্রীহরি॥
এই হেতু চিন্তা কেন কর সর্ব্বজন।
যাহা কহি তাহা শুন যদি লয় মন॥
মুষল লইয়া যাহ প্রভাসের তীরে।
ঘষিয়া করহ ক্ষয় পাষাণ উপরে॥
ঘর্ষণে করিলে ক্ষয় ভয় কিবা আর।
সত্বর গমনে যাহ যতেক কুমার॥
আসিয়া প্রভাস-তীরে করি স্নানদান।
পাষাণে ঘর্ষয়ে সবে আনন্দ বিধান॥

www.bengaliebook.com

ঘর্ষণে করয়ে ক্ষয় কুমার সকল।
ঘষিতে ঘষিতে ক্ষয় হইল মুষল॥
অবশেষে অল্পমাত্র রহিল কিঞ্চিৎ।
দেখিয়া কুমার সব হইল বিস্মিত॥
হাতে ধরি ঘষিতে আয়ত্ত নাহি হয়।
কেমনে করিব ইহা পাষাণেতে ক্ষয়॥
খণ্ডিল মনের ত্রাস কৃষ্ণ উপদেশে।
কি আর করিব ভয় অল্প অবশেষে॥
এতেক বালক সব মনে অনুমানি।
শেষ লৌহ প্রভাস সলিলে ফেলে টানি॥
হরষিতে স্নান করি প্রভাসের জলে।
দ্বারাবতী চলে গেল বালক সকলে॥
গোবিন্দের আগে আসি কহিল কাহিনী।
শিশুগণে আশ্বাসেন দেব চক্রপাণি॥
ভারতে মুষলপর্ব্ব অপূর্ব্ব আখ্যান।
কাশীরাম দেব কহে শুনে পুণ্যবান॥

যদুকুল ক্ষয়ার্থে কৃষ্ণ-বলরামের যুক্তি

মুনি বলে শুন পরীক্ষিতের নন্দন।
মুষল বৃত্তান্ত কহি শুনহ কারণ॥
মুষল ঘষিয়া ক্ষয় কৈল শিশুগণ।
সেই হ্রদে হৈল নল-খাগড়ার বন॥
শেষ লৌহ জলে যেই টানিয়া ফেলিল।
জলে ছিল মৎস্যরাজ তাহারে গিলিল॥
ধীবর আইল মৎস্য করিতে ধারণ।
জালে বন্দী হৈল মৎস্য দৈবের কারণ॥
লৌহ শেষ পায় মৎস্য কাটিবার কালে।
জরা নামে এক ব্যাধ এসে সেই স্থলে॥
মাগিয়া লইল লৌহ ধীবরের স্থানে।
কর্ম্মিগৃহে ফলা গড়াইয়া দিল বাণে॥
এখানে দ্বারকাপুরে দেব নরহরি।
যদুবংশ বিনাশিতে হৃদয়ে বিচারি॥
অবধান কর দেব রেবতীরমণ।
ভারাবতারণে আইলাম এ ভুবন॥
দুষ্ট দৈত্য মারিয়া খণ্ডিনু পৃথ্বিভার।
ততোধিক যদুকুল হইল আমার॥
ইহা সব বিদ্যমানে নহে ভার শেষ।
অধিক যাতনা ক্ষিতি পায় ত বিশেষ॥
ইহার উপায় দেব চিন্তিয়াছি আমি।
যদুকুল ক্ষয় করি হবে স্বর্গগামী॥
মম বংশ ক্ষয় করে আছে কোন্ জন।
ব্রহ্মশাপ লক্ষ্য করি করিব নিধন॥
প্রভাসে যাইব চল স্নান করিবারে।
যদুবংশ সঙ্গে করি লহ সবাকারে॥
এইমতে দুই ভাই উঠিয়া ত্বরায়।
মাতা পিতা অগ্রে যান লইতে বিদায়॥
হেনকালে অমঙ্গল দেখি অপ্রমিত।
ভূমিকম্প উল্কাপাত অতি বিপরীত॥
সঘনে নির্ঘাত শব্দ দশদিকে হয়।
দিবসেতে ধূমকেতু হইল উদয়॥
দ্বারকায় জলচর হয় মূর্ত্তিমান।
টলমল করয়ে দ্বারকাপুরীখান॥
কাষ্ঠ শিলা মৃত্তিকা প্রতিমা যত ছিল।
কেহ অট্ট হাসে কেহ বিদারী পড়িল॥
নৃত্য করি বুলে কেহ নগর ভিতরে।
অকস্মাৎ ভাঙ্গি পড়ে দেউল মন্দিরে॥

www.bengaliebook.com

শৃগাল কুক্কুর সব ডাকে উচ্চৈঃস্বরে।
প্রিয়া প্রিয়া দ্বন্দ্ব হয় নগরে নগরে॥
অকালে উদয় হৈল দেব রবি শশী।
সিংহিকা তনয় তাহে অপূর্ব্ব গরাসী॥
হাহাকার শব্দ করে নগরের লোক।
স্বর্গের দেবতাগণ করে মহাশোক॥
এইরূপে উৎপাত হইল সুবিস্তার।
দেবগণ সংহতি আইল সৃষ্টিধর॥
অন্তরীক্ষে থাকিয়া যতেক দেবগণ।
করিলেন বহুমতে প্রভুর স্তবন॥
নমস্তে কমলাকান্ত বিশ্বরূপ হরি।
নমস্তে ক্ষীরোদশায়ী মধুকৈটভারি।
নির্লেপ নিগূঢ় নিরাকার নিরঞ্জন।
অনন্ত আকার বিশ্বরূপ সনাতন॥
সত্ব রজঃ তমোগুণে এ তিন প্রকার।
লীলায় করহ সৃষ্টি লীলায় সংহার॥
চন্দ্র সূর্য্য আকাশ পৃথিবী জলনিধি।
পবন বরুণ ইন্দ্র গঙ্গা নদ নদী॥
সকল তোমার অঙ্গ কেহ ভিন্ন নহে।
অন্যরূপে বিলাসে তোমার সর্ব্ব দেহে॥
অপার তোমার লীলা কে বুঝিতে পারে।
আপনি করিলা লীলা দানব সংহারে॥
ক্ষিতিভার হেতু পূর্ব্বে করলে গোহারি।
এই হেতু পৃথিবীতে এলে ত্বরা করি॥
অসুর বধিয়া খণ্ডাইলা পৃথ্বিভার।
ধর্ম্ম সংস্থাপন আর অসুর সংহার॥
চিরদিন শূন্য আছে বৈকুণ্ঠভুবন।
সবাই প্রার্থনা করে তব আগমন॥
নররূপ ধরিয়া রহিলে ক্ষিতিতলে।
কৃপা করি যত লোক কৃতার্থ করিলে॥
দারুণ দুরন্ত দৈত্যগণ দুষ্টমতি।
লীলায় সংহারি ভার খণ্ডাইলে ক্ষিতি॥
অপার তোমার লীলা কহে বেদকৃতী।
রিপুভাবে দৈত্যগণে দিলা উর্দ্ধগতি॥
এমন তোমার দয়া কে বুঝিতে পারে।
মিত্রামিত্র ভাব নাই তোমার বিচারে॥
কৃপায় করিলে পার যত পাপীগণে।
পতিতপাবন নাম ইহার কারণে॥
এইরূপে বিধাতা কহিল স্তুতিবাণী।
হাসিয়া উত্তর দেন দেব চক্রপাণি॥
অচিরে বৈকুণ্ঠে যাব শুন বিধিবর।
নিজ নিজ গৃহে যাও যতেক অমর॥
ভার নিবারিতে আমি আসি পৃথিবীতে।
ততোধিক ভার ক্ষিতি হৈল আমা হৈতে॥
যদুবংশ বৃদ্ধি হৈল আমার কারণ।
অন্যরূপে নাহি হয় সব নিবারণ॥
ব্রহ্মশাপ লক্ষ্য করি সংহারিব ভার।
অচিরে যাইব আমি স্থানে আপনার॥
অতএব নিজ স্থানে করহ গমন।
যথাসুখে বিহার করহ দেবগণ॥
শুনিয়া সানন্দ ব্রহ্মা আদি দেবগণ।
প্রদক্ষিণ করি বন্দে শ্রীহরি-চরণ॥
তবে যত দেবগণে লইয়া সংহতি।
গেলেন বিদায় হৈয়া দেব প্রজাপতি॥

বলভদ্র সহ হরি করিয়া বিধান।
পুত্রগণে ডাকিয়া করিল আজ্ঞা দান॥
বিবিধ উৎপাত দেখ হ’ল বারে বার।

www.bengaliebook.com

সবে মেলি করহ ইহার প্রতিকার॥
প্রভাস তীর্থেতে সবে করহ প্রয়াণ।
আপদ খণ্ডিবে সব তাহে কৈলে স্নান॥
শীঘ্রগতি সজ্জা কর সব পুত্রগণ।
সবে চল যদুবংশে আছে যত জন॥
স্ত্রীগণ কেবল মাত্র রহিবেক ঘরে।
হরির আদেশে সবে চলিল সত্বরে॥
প্রভুর আদেশ পেয়ে যত যদুগণ।
প্রভাসে যাইতে সজ্জা করে সর্ব্বজন॥
পুত্রগণে আদেশ করিয়া দুই ভাই।
শীঘ্রগতি আইলেন মাতাপিতা ঠাঁই॥
তত্ত্বকথা নিভৃতে কহেন দুইজন।
মায়াজাল ছাড়ি দেহ শুনহ বচন॥
পুত্র পরিবার বন্ধু দেখ যত জন।
মায়াময় ফাঁস এই নিগূঢ় বন্ধন॥
হেন মায়াজাল এড়ি তত্ত্বে দেহ মন।
সংসারের মায়ামদ ত্যজ দুই জন॥
নিজ নিজ কর্ম্মার্জ্জিত ভুঞ্জে দুই কালে।
সুখ দুঃখ আপন অর্জ্জিত কর্ম্মফলে॥
ইহা জানি ব্রহ্মজ্ঞান কর আচরণ।
পাইবা উত্তম গতি শুন দুইজন॥
এত বলি প্রবোধিয়া জনক-জননী।
প্রভাসেতে যাত্রা করিলেন চক্রপাণি॥
উগ্রসেনে সম্বোধিয়া দেব দামোদর।
দারুকে বলেন রথ আনহ সত্বর॥
আজ্ঞামাত্র দারুক রথের সজ্জা করি।
শুভক্ষণে আরোহণ করেন শ্রীহরি॥
মুষল পর্ব্বের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

যাদবগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের প্রভাসতীর্থে গমন

কৃষ্ণ সঙ্গে চলিলেন যত যদুগণ।
বলভদ্র কৃতবর্ম্মা সাত্যকি সারণ॥
কামদেব চারুদেষ্ণ সুদেষ্ণ সুচারু।
চারুদেহ চারুগুপ্ত ভদ্রচারু চারু॥
চারুচন্দ্র বিচারু এ দশটী নন্দন।
রুক্মিণীর গর্ভে এরা লভিল জনম॥
সুভানু স্বর্ভানু আর চন্দ্রভানু ভানু।
প্রভানু বিভানু বৃহদ্ভানু প্রতিভানু॥
ভানুমান অবিভানু এই পুত্র দশ।
সত্যভামা উদরে শ্রীকৃষ্ণের ঔরস॥
শ্রীশাম্ব সুমিত্র শত্রাজিত চিত্রকেতু।
পুরুজিত বিজয় সহস্রজিত ক্রতু॥
বসুমান নবম যে দ্রবিণ দশম।
জাম্ববতী নন্দনের এই জান ক্রম॥
বীরচন্দ্র অশ্বসেন বৃষ বেগবান।
আম শঙ্কু বসু কুন্তি চিত্রগু আখ্যান॥
লগ্নজিতা উদরে হইল এই দশ।
কৃষ্ণের সন্তান ধরে কৃষ্ণের সাহস॥
শুক কবি বৃষ বীর সুবাহু নামক।
ভদ্র শান্তি দর্শ পূর্ণমান্ শ্রীসোমক॥
কালিন্দী দেবীর পুত্র এই দশ জন।
শ্রীকৃষ্ণের পুত্র এরা বিখ্যাত ভুবন॥
প্রঘোষ ওজস সিংহ ঊর্দ্ধগ প্রবল।
গাত্রবান মহাশক্তি সহ আর বল॥

আর যে অপরাজিত এই দশ জন।
মাদ্রীর গর্ভেতে জন্ম শ্রীকৃষ্ণ-নন্দন॥
বৃষ হর্ষ গৃধ্র বহ্নি অনিল পবন।
বহ্বন্ন অন্নাদ ক্ষুধি এই নয় জন॥
দশম মহাংশ এই গোবিন্দ নন্দন।
মিত্রবিন্দা দেবীর আনন্দ বিবর্দ্ধন॥
বৃহৎসেন প্রহরণ শূল অরিজিৎ।
সুভদ্রা সত্যক রাম শ্রীসংগ্রামজিৎ॥
আয়ু আর জয় এই দশটি সন্তান।
ভদ্রার সহিত কৃষ্ণ সদা সুখবান্॥
অষ্ট মহিষীর পুত্র করিল গমন।
সবার প্রধান এই কৃষ্ণের নন্দন॥
গোবিন্দের ভার্য্যা ষোল সহস্রেক আর।
জনে জনে দশ পুৎত্র হৈল সবাকার॥
এক লক্ষ অষ্টবিংশ সহস্র নন্দন।
অষ্ট মহিষীর পুৎত্র আর আশীজন॥
কৃষ্ণের নন্দন এই করিনু লিখন।
তা সবার পুৎত্র পৌৎত্র কে করে গণন॥
অপর যাদব-বংশ গণিতে অপার।
বলিয়া ছাপ্পান্ন কোটি করয়ে বিচার॥
সুসজ্জা করিয়া রথে করে আরোহণ।
নানা অস্ত্র ধনুর্ব্বাণ করিল ধারণ॥
অপূর্ব্ব কৃষ্ণের মায়া কে বুঝিতে পারে।
নগর বাহির হরি হইলেন পরে॥
দ্বারকা ত্যজিয়া হৈল কৃষ্ণের গমন।
দিবসে আন্ধার হৈল দ্বারকা ভুবন॥
চিত্র-পুত্তলির প্রায় রহে সর্ব্ব নারী।
মৌনভাবে নিঃস্পন্দে নিঃসরে নেত্রবারি॥
হেনমতে দ্বারকা ত্যজিয়া নারায়ণ।
করেন প্রভাস-তীরে সত্বরে গমন॥
মুষলপর্ব্বের কথা ব্যাস বিরচিত।
কাশীরাম দেব কহে রচিয়া সঙ্গীত॥

যদুবালকগণের জলক্রীড়া

আসিয়া প্রভাস তীরে যাদব-মণ্ডলী।
জলে নামি স্নান দান করে কুতূহলী।।
পরম আনন্দে জলে করেন বিহার।
সলিলেতে কেলি করে সকল কুমার।।
কূল হৈতে ঝাঁপ দিয়া কেহ পড়ে জলে।
অন্য অন্য কেহ জল সিঞ্চে কুতূহলে।।
জলেতে সাঁতারি কেহ যায় বহুদুর।
বহুক্ষণ জলে ডুবি রহে কোন শূর।।
নানামতে ক্রীড়া করে যাদব সকল।
হিল্লোলে কল্লোল তুলে প্রভাসের জল।।
স্বর্গে থাকি কৌতুক দেখেন দেবগণ।
বিধি শিব ইন্দ্র যম সূর্য্য হুতাশন।।
অষ্টবসু নবগ্রহ অশ্বিনী-কুমার।
কুবের বরুণ যম যত দেব আর।।
জয় জয় শব্দেতে অমরঘণ ডাকে।
সকল যাদব মিলি খেলায় কৌতুকে।।
টান মারি গেঁড় কেহ ফেলে বহু দূরে।
সাঁতারিয়া গিয়া কেহ আনয়ে সত্বরে।।
পুনঃ সেই গেঁড়ু লয়ে খেলে শিশু সব।
পরস্পর হাতাহাতি সকল যাদব।।
দেখিয়া সকল ক্রীড়া সবে পায় প্রীতি।
রামকৃষ্ণ সাত্যকি দেখিয়া হৃষ্টমতি।।

হেনমতে বহুক্ষণ বিহরিয়া জলে।
স্নানকর্ম্ম সমাপিয়া যাদব সকলে।।
হরষেতে কূলে উঠি পরিল বসন।
চিনিয়া পরিল নিজ বস্ত্র আভরণ।।
একত্র বসিল সব যাদব-মণ্ডলী।
নানা উপহার দ্রব্য ভুঞ্জে কুতূহলী।।
একে অপরের মুখে দেয় জনে জন।
পরম হরিষে সবে করেন ভোজন।।
ষড়রস ভুঞ্জিয়া মনের পরিতোষে।
যার যাহা অভিলাষ ভুঞ্জিলেক শেষে।।
বারুণী মদিরাভাণ্ড লয়ে হলধর।
হরষেতে তুলে ধরে তুণ্ডের উপর।।
পরম সানন্দ সবে বারুণীর পানে।
শত শত কলসী ভুঞ্জয়ে হৃষ্টমনে।।
কৃতবর্ম্মা সাত্যকি প্রভৃতি যদুবীর।
আনন্দে বসিয়া সবে প্রভাসের তীর।।
কৃষ্ণে বেড়ি বসিলেন যাদব সকল।
ইন্দ্রেরে বেষ্টিল যেন অমর মণ্ডল।।
আসন করিয়া সেই প্রভাসের তীরে।
সেই ঠাঁই বসিলেন যত যদুবীরে।।
হরিষে বসিয়া সবে কথোপকথনে।
নানা কথা বিচার করয়ে সর্ব্বজনে।।
দেখিয়া অপূর্ব্ব সভা ধরণী-মণ্ডলে।
বিস্ময় মানিয়া চাহে অমর-সকলে।।
বসিয়া যাদবগণ নিজ মনোরথে।
যাহার যেমন বীর্য্য, কহে সেইমতে।।
পরস্পর সমর হইল যথা তথা।
কুরুক্ষেত্র আদি যত সমরের কথা।।
এই সব আলাপনে আছে সর্ব্বজন।
হেনকালে তথা হৈল দৈবের ঘটন।।
অপূর্ব্ব প্রভুর মায়া বুঝিতে না পারি।
সাত্যকি সম্বোধি কিছু কহেন শ্রীহরি।।
কহ কহ সাত্যকি সবার বরাবর।
কোনমতে কুরুক্ষেত্র করিলে সমর।।
বহু বিদ্যা জান তুমি বলে মহাবল।
তোমার প্রশংসা করে যাদব সকল।।
তোমার বীরত্ব গুণ জানিয়া বিশেষে।
পাণ্ডব বরিল তোমা যুদ্ধ-অভিলাষে।।
ভীষ্ম দ্রোণ অশ্বত্থামা কর্ণ দুর্য্যোধন।
কৌরবের দলে যত মহারথিগণ।।
ইতিমধ্যে কার সনে করিলে বিরোধ।
রণ করি কার সনে করিলে প্রবোধ।।
পঞ্চ ভাই পাণ্ডব অতুল পরাক্রম।
এ তিন ভুবন জিনিবারে হয় ক্ষম।।
তাহার সহায় তুমি পাঞ্চাল-ঈশ্বর।
ধৃষ্টদ্যুম্ন শিখণ্ডী বিরাট নৃপবর।।
অপর যতেক রাজা সসৈন্য সহিত।
পাণ্ডবের পক্ষে রণ কৈল অপ্রমিত।।
যুদ্ধ করি প্রাণ দিল পাণ্ডব কারণে।
কহ তুমি কবে যুদ্ধ কৈলে কার সনে।।
কৃষ্ণের বচনে বলে সত্যক-নন্দন।
আমার যুদ্ধের কথা শুন নারায়ণ।।
পাণ্ডবের কার্য্য আমি কৈনু প্রাণপণে।
শক্তিমত করিলাম সমর যতনে।।
ভীষ্ম দ্রোণ আদি সবে প্রহারিল মোরে।
যথাশক্তি প্রাণপণে নিবারি সবারে।।
বহু সৈন্য ক্ষয় হৈল কৌরবের দলে।
ভূরিশ্রবা নৃপতিরে হানিলাম বলে।।

প্রাণপণে যুঝিলামমম নাহি নিবারণ।
আপনা জানিতে কার্য্য না করি হেলন।।
আর আর কত বীরে করিনু সংহার।
যা পারিনু করিনু পাণ্ডব উপকার।।
আপনিহ তখন সে স্থানেতে আছিলা।
মম যত পরাক্রম সাক্ষাতে দেখিলা।।
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান।।

সাত্যকির সহিত শ্রীকৃষ্ণের বাদানুবাদ

সাত্যকির বচনে হাসেন নারায়ণ।
পুনরপি সাত্যকিরে বলেন বচন।।
জানি আমি সাত্যকি তোমার বীরপণা।
কুরু-পাণ্ডবের দলে জানে সৰ্ব্বজনা।।
কর্ণের সহিত রণ কৈলে একবার।
প্রাণ ল'য়ে পালাইলে করি পরিহার।।
দ্রোন সঙ্গে যুঝিয়া পাইলে পরাভব।
কেহ কেহ না যুঝিল করিয়া গৌরব।।
সিংহনাদ করিয়া বলিলে রনস্থলে।
হীনশক্তি জনে পায়ে সংহার করিলে।।
ভয়ান্বিত হীনশক্তি হীন অন্ধজন।
তোমার যুদ্ধের যোগ্য এই সব জন।।
সোমদত্ত-সুত ভূরিশ্রবা নরপতি।
যুঝিতে আসিয়া ছিল তোমার সংহতি।।
নিজ শক্তি না জানিয়া যুদ্ধে দিলে মন।
যে গতি করিল তোমা হয় কি স্মরণ।।
হীন অস্ত্র কৈল তোমা সংগ্রাম ভিতরে।
কেশে ধরি উদ্যম করিল কাটিবারে।।
হেনকালে কহিলাম অর্জ্জুন নিকটে।
হের দেখ শিনিপুত্র পড়িল সঙ্কটে।।
ভূরিশ্রবা কাটে দেখ সাত্যকির শির।
ত্বরিতে করহ রক্ষা ধনঞ্জয় বীর।।
আমার বচনে তবে কুন্তীর কুমার।
খড়্গ সহ হস্ত কাটি পাড়িলেক তার।।
হস্ত কাটা গেল তার অর্জ্জুনের বাণে।
ভূমে লুটাইয়া বীর পড়ে সেইক্ষণে।।
ভূমিতে পড়িল প্রায় ত্যজিল জীবন।
খড়্গ ল'য়ে তুমি তারে কাটিলে তখন।।
এই বীরপণা তুমি করিলে সমরে।।
দর্প করি কথা কহ সভার ভিতরে।।
কোন পরাক্রমে ভূরিশ্রবারে মারিলে।
বড় কৰ্ম্ম কৈলে বলি মনে বিচারিলে।।
পাপীর সংসর্গে পাপ বাড়ে নিতি নিতি।
এখানে উচিত নহে তোমার বসতি।।
মর্য্যাদা থাকিতে উঠি করহ গমন।
অন্য ঠাঁই বৈস তুমি যথা লয় মন।
শুনিয়া কৃষ্ণের মুখে এতেক বচন।
বিস্ময় মানিয়া চাহে যত যদুগণ।।
মনে মনে শিশু সব করে অনুভব।
কৃষ্ণের পরম প্রিয় সাত্যকি উদ্ধব।।
এত দিনে সাত্যকি বিচ্ছেদ হৈল প্রায়।
নহে কটুত্তর এত কহে যদুরায়।।
কৃষ্ণের উত্তর শুনি শিনির নন্দন।
মহাকোপে গর্জ্জিয়া উঠল সেইক্ষণ।।
বারুণী মদিরাপানে ঘূর্ণিত লোচন।
দীর্ঘশ্বাস ছাড়িলেন মহাকোপ মন।।

কর পদ কম্পিয়া কম্পয়ে ওষ্ঠাধর।
কড়় মড়় দশন মর্দ্দয়ে করে কর।।
গর্জ্জনেতে বলিলেন গোবিন্দের প্রতি।
আমায় এমন বাক্য কহরে দুর্ম্মতি।।
তোমার দুষ্কর্ম যত কেবা নাহি জানে।
কপটে মারিলে পাণ্ডবের বন্ধুগণে।।
অবোধ পাণ্ডব সব তোমার উত্তরে।
রণজয় করিয়া রহিল স্থানান্তরে।।
যদি সবে এক ঠাঁই বঞ্চিত রজনী।
তবে কেন সর্ব্বনাশ করিবেক দ্রৌণি।।
তুমি আমি পঞ্চ ভাই পাণ্ডুর নন্দন।
তব বাক্যে স্থানান্তরে রহি সর্ব্বজন।।
ধৃষ্টদ্যুম্ন আদি পঞ্চ দ্রৌপদীকুমার।
রহিল শিবির যেন অনাথ আকার।।
নিশিযোগে ছিল সবে নিদ্রায় বিহ্বলে।
চোররূপে তিনজন গেল সেইকালে।।
কৃপ কৃতবর্ম্মা আর দ্রৌণি দুষ্টমতি।
নিদ্রিত জনরে মারে দুর্জ্জন প্রকৃতি।।
যদি আমি থাকিতাম কিম্বা পাণ্ডুসুতে।
কার শক্তি দ্রৌপদীর পুত্র বিনাশিতে।।
কৃতবর্ম্মা কৃপ দ্রৌণি তিন দুরাচার।
ইহা হৈতে পাপকারী কেবা আছে আর।।
না বলিয়া অস্ত্র যদি প্রহারয়ে প্রাণে।
অস্ত্রহীন জনে আর হীনশক্তি জনে।।
অবিরোধি জনে যে করয়ে প্রহার।
তাহা সম পাপী নাহি বেদের বিচার।।
সকল অধর্ম্ম পথ যে জন সিঞ্চিল।
সে জন ধার্ম্মিক হ'য়ে সভাতে বসিল।।
তোমা সম কপটী, কে পাপী দুরাচারী।
সকল হইল নষ্ট তোমার চাতুরী।।
কপট তোমার যত ধর্ম্মের বিচার।
কোন ঠাঁই বীরপণা না দেখি তোমার।
জরাসন্ধ ভয়েতে ত্যজিয়া মধুপুরী।
সমুদ্র ভিতরে বৈস দ্বারকানগরী।।
ক্ষুদ্র জন বড় জন কেবা নাহি জানে।
নন্দের নন্দন তুমি বাস বৃন্দাবনে।।
গোপ অন্ন খাইয়া বঞ্চিলে গোপগৃহে।।
গোপাল বলিয়া নাম তেঁই লোকে কহে।।
জন্মের নির্ণয় তব কেবা নাহি জানে।
বসুদেব দৈবকীর পশিলা স্মরণে।।
পিতা বসুদেব হৈল দৈবকী জননী।
বসুদেব-তনয় বলিয়া সবে জানি।।
বাসুদেব নাম দিল করিয়া আদর।
সভামধ্যে কৈল তোমা যাদর ঈশ্বর।।
বসুদেব পুত্র বলি মান্য করি সবে।
দোষাদোষ নাহি লই তাঁহারি গৌরবে।।
এই হেতু হইল বড়ই অহঙ্কার।
আমারে করহ নিন্দি আরে দুরাচার।।
পৃথিবীতে যত মহারাজগণ ছিল।
ক্ষত্র সভা মধ্যে তোরে বসিতে না দিল।।

যুধিষ্ঠির রাজা যবে রাজসূয় কৈল।
এক লক্ষ নৃপতিরে বরিয়া আনিল।।
গৌরব করিয়া ভীষ্ম কহিল তাহাতে।
রাজগণ মধ্যে অগ্রে তোমায় পূজিতে।।
ভীষ্মের বচনে ধর্ম্ম পূজিল তোমারে।
সেই হেতু রুষিল যতেক নরবরে।।
বলিল সকল রাজা যত কুবচন।

সে সকল কথা তব হয় কি স্মরণ।।
দৈবেতে কহিলে তুমি বাক্য কটুময়।
তোমার সভ্য কি বসিতে যোগ্য হয়।।
পরম কপটী তুমি অতি দুরাচার।
তোমার চাতুরী কেহ নারে বুঝিবার।।
নিষ্কলঙ্ক নির্দ্দোষ নিষ্পাপ সত্যব্রতী।
হেন জনে নিন্দে যেই সেই দুষ্টমতি।।
তোমার জনকে পূর্ব্বে কেবা নাহি জানে।
গিয়াছিল দৈবকীর স্বয়ম্বর স্থানে।।
দৈবক রাজার কন্যা তোমার জননী।
পরম রূপসী বিদ্যাধরী রূপ জিনি।।
দেখিয়া মোহিত হ’ল জনক তোমার।
কন্যা লইবার হেতু করয়ে বিচার।।
বহু রাজা আসিয়াছে স্বয়ম্বর স্থানে।
রথে তুলি লয় কন্যা সবা বিদ্যমানে।।
সত্বর গমনে যায় কন্যারে লইয়া।
চৌদিকে ভূপতিগণ বেড়িল আসিয়া।।
দেখিয়া হইল বসু ভয়ে কম্পবান।
কি করিবে কেমনে হইবে পরিত্রাণ।।
কন্যার কারণে আজি জীবন সংশয়।
পলাইতে নাহি শক্তি মরিনু নিশ্চয়।।
ভয়ার্ত জানিয়া যত সাধু রাজগণ।
ক্রোধ সম্বরিয়া গেল না করিল রণ।।
দুষ্ট রাজগণ সঙ্গে বাহ্লীক নন্দন।
বসুর উপরে করে অস্ত্র বরিষণ।।
দেখিয়া কুপিল শিনি জনক আমার।
সোমদত্ত সনে রণ করিল অপার।।
রথ অশ্ব সারথি কাটিল ধনুর্গুণে।
হাতাহাতি সমর হইল দুইজনে।।
কোপেতে জনক মোর ধরি তার চুলে।
চড় মারি দন্ত ভাঙ্গি করিল নির্ম্মূলে।।
সকল ভূপতিগণ কৈল উপরোধ।
সোমদত্তে ছাড়ি পিতা সম্বরেণ ক্রোধ।।
ভয়েতে সকল রাজা নিবৃত্ত হইল।
আপন আপন দেশে সবে চলি গেল।।
পিতা স্থানে সোমদত্ত অপমান পেয়ে।
শিব আরাধনা করে ঘোর বনে গিয়ে।।
স্তবে তুষ্ট হ’য়ে বর যাচে পশুপতি।
বর মাগে সোমদত্ত হরে করে স্তুতি।।
শিনির প্রহারে মম দহে কলেবর।
বড় অপমান কৈল সভার ভিতর।।
তেমতি আমার পুত্র হোক্ বলবান।
শিনি-পুত্রে মোর পুত্র করে অপমান।।
সেই হেতু ভূরিশ্রবা হৈল বলধর।
আমি কি কহিক ইহা জানে সর্ব্ব নর।।
এই হেতু আমার করিল অপমান।
না হইল শক্তি তবু বধিতে পরাণ।।
যে কালে আমার কেশ ধরিল দুর্ম্মতি।
কুমারের চক্র হেন ফিরিলাম তথি।।
কত শক্তি ধরে সেই সোমদত্ত-সুত।
দৈববলে এই কর্ম্ম করিল অদ্ভুত।।
যেই জন করিল এতেক অপমান।
বলে ছলে প্রকারে লইব তার প্রাণ।।
আমার সাহায্যে হস্ত কাটিল অর্জ্জুন।
আমি তার মুণ্ড কাটিলাম সেইক্ষণ।।
ইহাতে পাতকী বড় হইলাম আমি।
বড় ধার্ম্মিকেরে লেয়া বসিয়াছ তুমি।।
পাণ্ডব তোমার প্রিয়বন্ধু বলি জানে।

www.bengaliebook.com

তাহাদের সর্ব্বনাশ করিলে যে জনে।।
পুত্র মিত্র বন্ধু নাশিলেক যেইজন।
নিদ্রিত জনেরে গিয়া করিলে নিধন।।
হেন জন হৈল তবে পরম বান্ধব।
জানিনু তোমার প্রিয় যেমন পাণ্ডব।।
কপট করিয়া মজাইলে পাণ্ডবেরে।
পরম কুটিল তুমি কে জানে তোমারে।।
মহাভারতের কথা অমৃত লহরী।
কাশীরাম দাস কহে ভবভয় তরি।।

যদুকুল ধ্বংস ও বলরামের দেহত্যাগ

এইরূপে বলাবলি হইল বিস্তর।
গর্জ্জিয়া উঠিল কৃতবর্ম্মা ধনুর্দ্ধর।।
হাতে অসি করি যায়, কাটিবার আশে।
গর্জ্জন করিয়া বলে বচন কর্কশে।।
আরে দুরাচার পাপী শিনির নন্দন।
এতেক তোমার গর্ব্ব না বুঝি কারণ।।
গোবিন্দের নিন্দা কর দুষ্ট অধোগামী।
ইহার উচিত ফল তোরে দিব আমি।।
ভূরিশ্রবা ঢাল খাঁড়া লৈয়া বীর দাপে।
কোন্ পরাক্রম কর এতেক প্রতাপে।।
নৃপতি সমুহ মধ্যে কৈল অপমান।
কোন্ লাজে ধর দুষ্ট এ পাপ পরাণ।।
অপমান হৈতে মৃত্যু শ্রেষ্ঠ শত গুণে।
ধিক্ ধিক্ আরে দুষ্ট নির্লজ্জ জীবনে।।
আমার নিন্দহ দুষ্ট না বুঝি কারণ।
পাণ্ডবের সর্ব্বনাশ কৈল কোনজন।।
দ্রোণপুত্র প্রবেশিল শিবির ভিতরে।
সকল করিল ক্ষয় দ্রোণি একেশ্বরে।।
আমা দোঁহে আছিলাম দাণ্ডাইয়া দ্বারে।
রে দুষ্ট আমারে গালি দেহ অহঙ্কারে।।
এত বলি অসি ল'য়ে কাটবারে ধায়।
গর্জ্জিয়া সাত্যকি বলে জমদগ্নি প্রায়।।
উচিত কহিতে ক্রোধ হইল তোমার।
আমারে মারিতে এস আরে দুরাচার।।
তোর দর্প ঘুচাব কাটিব তোর শির।
এত বলি অসি ল'য়ে ধায় মহাবীর।।
অসির প্রহারে বীর কাটে তার শির।
ভূমেতে লোটায় কৃতবর্ম্মার শরীর।।
হাহাকার শব্দে ডাকে যতেক যাদব।
মার মার বলিয়া ধাইল যত সব।।
দেখিয়া অদ্ভুত কর্ম সবিস্ময় মন।
আত্মা আত্মা বিবাদী হইল সর্ব্বজন।।
কৃতবর্ম্মা বধ হইল দেখিয়া নয়নে।
সাত্যকিরে মারিবারে ধায় যদুগণে।।
নানা অস্ত্র ফেলি মারে সাত্যকি উপর।
মুষলধারায় যেন বর্ষে জলধর।।
স্নেহ করি কেহ হৈল সাত্যকির ভিত।
অস্ত্র বৃষ্টি করে কেহ অতি ক্রোধচিত।
সহোদরে সহোদরে হৈল দুই দল।
মার মার শব্দেতে হইল কোলাহল।
প্রলয় সময়ে যেন উথলে সাগর।
দেবাসুরে হয় যেন যুদ্ধ ঘোরতর।
ঘোরতর গর্জ্জন সঘনে সিংহনাদ।
ঝাঁকে ঝাঁকে বাণ বৃষ্টি নাহি অবসাদ।।

www.bengaliebook.com

ধনুকে যুড়িতে বাণ বিলম্ব না করে।
হাতে অস্ত্র বীর সব করয়ে প্রহারে।।
অস্ত্রে অস্ত্র নিবারণ করে জনে জনে।
সর্ব্ব অস্ত্র ক্ষয় হৈল অস্ত্র নাহি তূণে।।
ক্রোধমনে যুদ্ধ করে নাহি অবসান।
দাণ্ডাইয়া কৌতুক দেখেন ভগবান।।
অদ্ভুত দেখিয়ে রাম বিষন্নবদন।
বৃত্তান্ত জানিয়া স্থির হৈলেন তখন।
যুঝয়ে যাবদকূল আপনা আপনি।
খড়্গ ল'য়ে কেহ কেহ করে হানাহানি।।
ধনুকে ধনুকে যুদ্ধ অস্ত্র বরিষণ।
ঝঞ্চনা পড়য়ে যেন ভীষণ দর্শন।।
ধনুক টঙ্কার শব্দে পূরিল গগন।
ভয়ে ভীত তিন লোক শুনিয়া গর্জ্জন।।
রনস্থলে গালাগালি করে ভাই ভাই।
ইষ্ট বন্ধু কার' পানে কেহ নাহি চাই।।
শক্তি তুলি হানে কেহ কাহার' উপর।
শেল জাঠা শক্তি মারে ভুষণ্ডী তোমর।।
আপনা পাসরি সবে কোপে অচেতন।
পাথর তুলিয়া মারে ঘোর দরশন।
মুদ্গার তুলিয়া কেহ মারে কার' মাথে।
রথ অশ্ব সারথি মারে এক ঘাতে।।
আঁকড়ি করিয়া কেহ ধরে রথখান।
সিংহনাদ ছাড়ি ফেলে দিয়া এক টান।।
প্রহারে না করে ভয় অভেদ্য শরীর।
অতুল সাহস সবে রণে মহাবীর।।
হেনমতে যুঝে যত যাদব-কুমার।
শূন্য কর হৈল কার' অস্ত্র নাহি আর।।
যতেক বিক্রম কৈল কিছু না হইল।
যাদবগণের অঙ্গ তিল না ভেদিল।।
উপায় করেন তবে দেব ভগবান।
নিকটে খগড়ার নল বন উপজিল।।
যদুগণে দেখাইয়া কন দামোদর।
নল বৃক্ষ ফেলি মার সবে পরস্পর।।
এই উপদেশ যদি যদুগণে পায়।
শীঘ্রগতি নলবন উপাড়িতে যায়।।
নল খাগড়ার গাছ ধরি যদুগণ।
অন্যে অন্যে প্রহার করয়ে জনে জন।।
অস্ত্রেতে না ভেদে যেই যাদব শরীর।
নল খাগড়ার ঘায় পড়ে সব বীর।।
অঙ্গে পরিশিবামাত্র পড়ে সেইক্ষণ।
ব্রহ্মশাপে ধ্বংস হয় যত যদুগণ।।
জনে জনে মারামারি অতিশয় ক্রোধ।
ভাই ভাই খুড়া জ্যেঠা নাহি উপরোধ।।
হেনমতে যদুগণে হয় মহারণ।
দারুকে ডাকিয়া কন শ্রীমধুসূদন।
সত্বরে দারুক যাহ মথুরানগরে।
মম রথ করি লহ বজ্র মহাবীরে।।
মথুরায় রাখ নিয়া প্রপৌত্র আমার।
অস্ত গেল যদুকুল কিবা দেখ আর।।
সে কারণে বজ্র লৈয়া যাও মথুরায়।
স্ত্রীগণ লইয়া পিছে যাইবে তথায়।।
আমিও পৃথিবী ছাড়ি যাব নিজস্থানে।
আজি হৈতে সপ্তম দিবস পরিমাণে।।
কার্ত্তিকী পূর্ণিমা হবে কৃত্তিকানক্ষত্র।
সেই দিনে দ্বারাবতী গ্রাসিবে সমুদ্র।।
এই সব বিবরণ কহিবে সবারে।
ব্রহ্মশাস্ত্র বুঝাইবে শোক নাশিবারে।।

www.bengaliebook.com

তথা হৈতে হেথায় আইস শীঘ্রগতি।
পুনঃ যাইবারে হবে হস্তিনা বসতি।।
পাণ্ডবগণেরে দিয়া মম সমাচার।
আনিবেক প্রিয়সখা অর্জ্জুন আমার।।
এত বলি দারুকেরে দিলেন বিদায়।
বজ্রে ল'য়ে দারুক গেল মথুরায়।।
প্রদ্যুম্নের পৌত্র অনুরুদ্ধের তনয়।
উষার উদরে জন্ম বজ্র মহাশয়।।
মধুপুরে রাখি তারে কৃষ্ণের আদেশে।
সবাকারে সমাচার দিলেক বিশেষে।।
দারুক বচনে সবে হৈল চমৎকার।
আকাশ ভাঙিয়া শিরে পড়ে সবারকার।।
অস্থিত হইয়া সবে ভূমিতলে পড়ি।
চিত্রের পুত্তলি প্রায় যায় গড়াগড়ি।।
অচেতন দেখিয়ায় দারুক সবাকারে।
ব্রহ্মশাপ বুঝাইল বিধিধ প্রকারে।।
ব্রহ্মে মন নিযুক্ত করিয়া সবাকার।
শ্রীকৃষ্ণের নিকটে চলিল পুনর্ব্বার।।
আসিয়া দেখিল সেই প্রভাসের তীরে।
ভূমিতলে পড়িয়াছে যত যদুবীরে।।
অন্যে অন্যে মারি সবে হইল নির্ম্মূলে।।
ধূলায় ধুসর তনু অবনী লোটাই।
কেবল আছেন রামকৃষ্ণ দুই ভাই।।
শোকেতে আকুল হৈল দারুক সারথি।
মূর্চ্ছিত হইয়া সেই পড়িলেক ক্ষিতি।।
প্রবোধিয়া গোবিন্দ কহেন দারুকেরে।
সত্বর দারুক যাহ হস্তিনানগরে।।
আমার পরম বন্ধু পাণ্ডুর নন্দন।
অর্জ্জুনে আনিতে শীঘ্র করহ গমন।।
কৃষ্ণ আজ্ঞা পেয়ে চলে দারুক সারথি।
হস্তিনানগরে গেল বিষাদিত মতি।।
বলভদ্রে কহিলেন দেব নারায়ণ।
অবধান কর দেব করি নিবেদন।
এইখানে আপনি থাকহ একেশ্বর।
দ্বারকা হইতে আমি আসি ত্বরাপর।।
মাতা পিতা পরিজন না পায় বারতা।
সবা সম্বোধিতে আমি যাই শীঘ্র তথা্
যাবৎ না আসি আমি দ্বারকা হইতে।
তাবৎ আপনি হেথা থাক এইমতে।।
কৃষ্ণবাক্যে বলভদ্র করেন স্বীকার।
তোমা বিনে গতি ভাই কে আছে আমার।।
রামেরে রাখিয়া কৃষ্ণ করেন গমন।
দ্বারকানগরে আসি দেন দরশন।।
জনক জননী পুরনারীগণ যত।
সবাকারে প্রবোধ করেন সমুচিত।
পূর্ব্বে যত অমঙ্গল হইল অপার।
প্রভাসে গেলাম করিবারে প্রতীকার।।
স্নান করি একত্রে বসিল সর্ব্বজন।
কথায় কথায় দ্বন্ধ করিল সৃজন।।
সেই দ্বন্ধে মহাকোপ হয় সবাকার।
আত্ম আত্ম যুদ্ধ করি হইল সংহার।।
একজন যদুকূলে আর কেহ নাই।
কেবল আছি যে রামকৃষ্ণ দুই ভাই।।
শোকেতে আকুল রাম না আইসে ঘরে।
তপ আচরেণ তিনি প্রভাসের তীরে।।
আমিও শোকেতে প্রাণ ধরিতে না পারি।
গৃহবাস ছাড়িলাম হব তপশ্চারী।।
সংসার অসার মাত্র সব মায়াজাল।

ইহাতে মোহিত হৈলে বৃথা যায় কাল।।
এমতি সংসার ধ্বন্ধ দেখ ভাবি মনে।
স্থিরমতি করি মন দেহ তত্ত্বজ্ঞানে।।
বিষাদ ত্যজিয়া সবে ধর্ম্মে দেহ মন।
এত বলি মেলানি মাগেন নারায়ণ।।
সবার জীবন হরি নিল নারায়ণ।
চিত্রের পুত্তলি প্রায় রহে সর্ব্বজন।।
শ্বাসমাত্র শরীরে আছিল সবাকার।
অবনী লোটায় লোক শবের আকার।।
রামের নিকটে আসি শ্রীমধুসূদন।
ভাই ভাই মিলিয়া করেন আলিঙ্গন।।
প্রভাসের তীরে রাম যোগাসন করি।
হৃদয়ে পরমব্রহ্ম জপে মন করি।।
যুগল নয়নে হেরি কৃষ্ণের বদন।
যোগে তনু ত্যজিলেন রোহিণীনন্দন।
ভারত মুষলপর্ব্ব ব্যাস বিরচিত।
কাশীরাম দাস কহে করিয়া সঙ্গীত।।

শ্রীকৃষ্ণের দেহত্যাগ

যদুবংশে অবতরি,   বাসুদেব নাম ধরি,
কৌতুকেতে অবনীবিহারী।
যাঁহার কটাক্ষে হয়,   সৃজন পালন লয়,
ভকত-বৎসল চক্রধারী॥
যাঁর নাম গুণ গাই,   সর্ব্বপাপে ত্রাণ পাই,
নাহি রহে 'শমনের ভয়।
ব্রহ্মশাপ লক্ষ্য করি,   ক্ষিতিভার ত্রাণ করি,
নিজ বংশ সব করি ক্ষয়॥
এক জন নাহি শেষ,   হৃদে চিন্তি হৃষীকেশ,
নিজ দেহ ত্যজিতে বিচারি।
প্রভাস তীর্থের তীরে,   উঠিলেন শাখী পরে,
বসিলেন শাখায় মুরারি॥
বসিয়া বৃক্ষের পর,   চিন্তিলেন চক্রধর,
নিজ দেহ ত্যাগের কারণ।
এক পদ তরু পর,   আরোহিয়া গদাধর,
নম্র করি দ্বিতীয় চরণ॥
আপনা চিন্তিয়া মনে,   বসি প্রভু শাখাসনে
মৌনেতে আছেন গদাধর।

www.bengaliebook.com

নম্রকায় মন্দগতি,   ব্যাধ এল এক তথি,
মৃগয়ার ছলে একেশ্বর॥
জ্বরা ব্যাধ ধরে নাম,   ধনুর্ব্বেদে অনুপম,
হাতে ধরি দিব্য শরাসন।
মৃগ মারিবার ছলে,   ব্যাধ আসি সেই স্থলে,
দেখিলেক কৃষ্ণের চরণ॥
ধ্বজবজ্রাঙ্কুশপদ,   রবিবিম্ব কোকনদ,
শত পদ্ম যেন সুশোভন।
রাতুল চরণ দেখি,   ব্যাধসুত হৈল সুখী,
মৃগকর্ণ হেন নিল মন।
মুষলের শেষে পাই,   যেন বাণ নিরামাই,
দৈবে সেই বাণ নিল হাতে।
টানিয়া ধনুকখান,   সন্ধানিয়া মারে বাণ,
চরণ ভেদিল জগন্নাথে॥
বাণ মারি ব্যাধসুত,   বৃক্ষতলে এল দ্রুত,
অপূর্ব্ব দেখিয়া হৈল ভীত।
কিরীট কুণ্ডল হার,   নানা রত্ন অলঙ্কার,
হৃদয়ে কৌস্তুভ সুশোভিত॥
পাঞ্চজন্য সুদর্শন,   পাদপদ্ম সুশোভন,
চতুর্ভুজ গলে বনমালা।
শ্রীবৎসলাঞ্ছন দেহে,   মণি বিভূষণ তাহে,
নবমেঘে যেমন চপলা॥
অম্লান তুলসী-মাল,   আকর্ণ-লোচন ভাল,
অলকা তিলকা ভালে সাজে।
পরিধান পীতবাস,   মুখচন্দ্র সুপ্রকাশ,
কত শোভা কত দ্বিজরাজে॥
ভয়ার্ত্ত হইয়া ব্যাধ,   মাগি নিজ অপরাধ,
প্রণমিয়া প্রভুর চরণে।
কৃপাময় অবতরি,   অনাদি পুরুষ হরি,

www.bengaliebook.com

তুমি সার এ তিন ভুবনে॥
আমি পাপী দুরাশয়, অজ্ঞানেতে মূর্ত্তিময়,
অপরাধ করিনু গোঁসাই।
শুন প্রভু চক্রপাণি, যে কর্ম্ম করিনু আমি,
আমার নিষ্কৃতি কভু নাই॥
শুনিয়া ব্যাধের বাণী, আশ্বাসেন চক্রপাণি,
শুন ব্যাধ না করিহ ভয়।
মম দেহ ত্যাগকালে, নয়নেতে নিরখিলে,
স্বর্গে যাবে কহিনু নিশ্চয়॥
রামচন্দ্র অবতারে, পিতৃসত্য পালিবারে,
প্রবেশিনু অরণ্য ভিতর।
সীতা নামে মম নারী, রাবণ লইল হরি,
অন্বেষিতে দুই সহোদর॥
সাক্ষৎ হইল বনে, আর চারি কপিসনে,
সখা হৈল সহিত আমার।
বধ করি বলিরাজা, সুগ্রীবে করিনু রাজা,
ছিলে তুমি বালির কোঙর॥
মারিয়া লঙ্কার পতি, উদ্ধারিনু সীতাসতী,
দিতে বর যাচিনু তোমারে।
পিতৃবৈরি মারিবারে, বর মাগি নিলা মোরে,
আমিও ছিলাম অঙ্গীকার॥
সেই প্রয়োজন ফলে, জন্ম হৈল ব্যাধকুলে,
মুক্ত হ'য়ে যাহ স্বর্গপুরে।
হেনকালে আচম্বিত, পুষ্পবৃষ্টি অপ্রমিত,
রথ এল ব্যাধের গোচরে॥
চাহিয়া গোবিন্দপদ, রথ আরোহিয়া ব্যাধ,
স্বর্গপুরে করিল গমন।
শ্রীমধুসূদন হরি, হৃদয়ে ভাবনা করি,
নিজ দেহ ত্যাজেন তখন॥

www.bengaliebook.com

জ্যোতির্ম্ময় নিজ অঙ্গে, প্রবেশি পরম রঙ্গে,
দেবগণ করে স্তুতিবাণী।
দুন্দূভি-নিনাদ বাজে, অপ্সরী কিন্নরী নাচে,
হুলাহুলি অমর রমণী॥
পুষ্পবৃষ্টি করে সবে, পারিষদগণ সেবে,
স্তুতি করে সুর মুনিগণ।
চতুর্ম্মুখে বিধিবর, পঞ্চমুখে মহেশ্বর,
করপুটে করয়ে স্তবন॥
অখিল হইল দীপ্ত, ভুবন হইল তৃপ্ত,
আনন্দিত যত দেবগণ।
শুনরে ভকত ভাই, স্মরণেতে মুক্তি পাই,
এড়াই শমন দরশন॥
ভক্তবশ গুণনিধি, ভক্তবাঞ্ছা করে সিদ্ধি,
নাহি আর ভক্তির সমান।
কাশীদাস বলে যদি, পার হবে ভব-নদী,
ভজ সেই দেব ভগবান॥

অর্জ্জুনের দ্বারকায় আগমন এবং প্রভাসে রামকৃষ্ণের মৃতশরীর দর্শন

হস্তিনা নগরে এল দারুক সারথি।
করজোড়ে কহে কথা ধর্ম্মরাজ প্রতি।।
অবধান কর রাজা পাণ্ডুর নন্দন।
কৃষ্ণ পাঠাইল মোরে তোমার সদন।।
গোবিন্দের প্রিয়বন্ধু তোমা পঞ্চভাই।
তোমার ভাবনা বিনে অন্য মনে নাই।।
সে কারণে আমারে পাইলেন হেথা।
দ্বারকা লইয়া যাইব পার্থ মহারথা।
বহুদিন তাঁর সহ নাহি দরশন।
হেই হেতু লইতে কহেন নারায়ণ।।
তিলেক বিলম্ব রাজা না হয় বিচার।
শীঘ্রগতি অর্জ্জুন করুন অগ্রসর।।
কৃষ্ণের বচন শুনি পঞ্চ সহোদর।
দারুকেরে বসাইয়া করিয়া আদর।।
বসিয়া সুস্থির চিত্ত না হয় দারুক।
হৃদয় দহিছে শোকে বৈসে হেঁটমুখ।
দারুকের চিত্ত রাজা দেখি উচাটন।
বিস্ময় ভাবিয়া মানিছেন মনে মন।।
এইত দারুক হয় কৃষ্ণের সারথি,
যেই কৃষ্ণ অনাদি পুরুষ লক্ষ্মপতী।।
তাঁহার আশ্রিত জন কি দুঃখে দুঃখিত।
ইহার কারণ কিছু না বুঝি কিঞ্চিৎ।।

এত চিন্তি জিজ্ঞাসেন ধর্ম্মের নন্দন।
কিহেতু দারুক এত চিত্ত উচাটন।।
কৃষ্ণের আশ্রিত জন কিবা তব দুঃখ।
কি দুঃখে ত্রাসিত হৈলে কহত দারুক।।
সাত্যকি প্রদ্যুম্ন শাম্ব যাদব সকল।
কেমন আছেন অনুরুদ্ধ মহাবল।।
কেমন আছেন সবে কহ সত্যবাণী।
কহ দেখি কৃষ্ণের কুশলবার্ত্তা শুনি।
তব চিত্ত উচাটন দেখিয়া নয়নে।
প্রাণাধিক মিত্র মম ধৈর্য্য নাহি মানে।।
কৃষ্ণের কুশল কহ দারুক সারথি।
কেমন আছেন প্রিয়বর যদুপতি।।
শুনিয়া দারুক কহে যোড়করি হাত।
সে সকল অবগত হইবে পশ্চাত।
ত্বরিত অর্জ্জুনে রাজা করহ বিদায়।
বন্ধুজন দেখিতে চাহেন যদুরায়।।
শুনি অনুমতি দেন পাণ্ডুবংশপতি।
সুসজ্জ হইয়া পার্থ যান শীঘ্রগতি।।
ত্বরিত গমনে পার্থ দ্বারকানগরী।
বিস্ময় মানেন সেই দ্বারাবতী হেরি।।
পূর্ব্বরূপ শোভা কিছু না সেখানে আর।
শূন্যাকার পুরীখান দিনে অন্ধকার।।
পুরেতে পুরুষ নাহি কেবল রমণী।।
চিত্র-পুত্তলিকা প্রায় আছে অনুমানি।।
শুষ্ক ওষ্ঠ শুষ্ক মুখ শুষ্ক সর্ব্ব অঙ্গ।
না হয় আনন্দ বাদ্য নৃত গীত রঙ্গ্।।
মনুষ্যের শব্দ নাহি দ্বারকানগরে।
কপোত পেচক শিবা চৌদিকে বিহরে।।
গৃধ্র কঙ্ক নানা পক্ষী উড়ে বসে পালে।
ঘোরতর শব্দ করি উঠে বসে চালে।।
এত সব দেখি পার্থ হইয়া চিন্তিত।
চক্ষেতে পড়য়ে জল চিত্ত বিকলিত।।
বসুদেব দৈবকী রোহিণী তিনজন।
প্রাণহীন জন যেন ভূমিতে শয়ন।।
প্রণমিয়া জিজ্ঞাসেন অর্জ্জুন-বারতা।
শুষ্কতনু সবার বদনে নাহি কথা।।
পুনঃ পুনঃ পার্থ বীর করেন জিজ্ঞাসা।
হরি বলি কান্দে সবে নাহি অন্য ভাষা।।
কৃষ্ণ বিনা প্রাণ নাহি বলে সর্ব্বজন।
চিন্তান্বিত হইলেন কুন্তীর নন্দন।।
দারুক বলেন পার্থ কি কর ভাবনা।
প্রভুরে দেখিবা যদি চল সর্ব্বজনা।।
প্রভাসের তীরেতে আছেন তথাই।।
এতবলি সত্বরে চলিল দুইজন।
শূন্যময় হৈল পুরী দ্বারকা ভুবন।।
পথ বিহরণে সবে যায় ধীরে ধীরে।
আসিয়া মিলিল সবে প্রভাসের তীরে।।
তথায় দেখিয়া যদুকুলের সংহার।
ভূমে গড়াগড়ি যায় অঙ্গ সবাকার।।
হাহা রবে কান্দিলেন ইন্দ্রের নন্দন।
করেন বিলাপ বহু মহাশোক মন।।
রামের শরীর দেখি প্রভাসের তীরে।
বিলাপ করেন পার্থ লুণ্ঠিত শরীরে।।
হায় যদুকুলপতি বীর হলধর।
মুষল লাঙ্গল কেন ভূমির উপর।।
সকল ত্যজিয়া প্রভু যোগে দিলা মন।
দুষ্ট দৈত্য বিনাশ করিবে কোন্ জন।।
ভারাবতরণ হেতু আসি ক্ষিতিতলে।

www.bengaliebook.com

পৃথিবীর ভার হরি যোগ আচরিলে।।
বারেক উত্তর দেহ রেবতীরমণ।
কান্দিয়া আকুল তব বন্ধু পরিজন।।
তবে ধনঞ্জয় যায় বৃক্ষের তলায়।
প্রাণনাথ কৃষ্ণদেহ দেখিয়া তথায়।।
কৃষ্ণদেহ কোলে করি কান্দিছেন বীর।
পৃথিবী তিতিল তাঁর নয়নের নীর।
মহাভারতের কথা অমৃত অর্ণবে।
পাঁচালী প্রবন্ধে কহে কাশীরাম দেবে।।

অর্জ্জুনের বিলাপ

হায় কৃষ্ণ প্রাণধন, বন্ধুরূপে নারায়ণ,
করুণা সাগর অবতার।
পাণ্ডবের প্রাণধন, সব হৈল অকারণ,
তোমা বিনা দিবসে আঁধার।।
করুণা নিদান হরি, বৃষ্ণিকুলে অবতরি,
দুষ্ট নাশি শিষ্টের পালন।
হলধর সহ লীলা, করিলে অনেক খেলা,
দেবকার্য্য করিলে সাধন।।
ধরণীর ভার হরি, ধর্ম্মের স্থাপন করি,
বসুমতী করিলে তোষণ।
অনাথ পাণ্ডবগণে, কৃপা কৈলে নিজগুণে,
বন্ধুরূপে করিলে পালন।।
আমি সখা প্রিয়তম, সারথ্য করিলে মম,
নাম হৈল অর্জ্জুন-সারথি।
ওহে প্রভু কৃপাসিন্ধু, পাণ্ডবগণের বন্ধ,
দ্বারকা-নিবাসী যদুপতি।।
পূর্ব্বে যে কহিলে তুমি এক আত্মা তুমি আমি,
কৃষ্ণ ধনঞ্জয়ে নাহি ভেদ।
পাণ্ডুপুত্র পঞ্চজনে, ভেদ নাহি মম সনে,
অজ শিব জানে চারি বেদ।।
নিজ চন্দ্রানন বাণী, বিস্মরিলে যদুমণি,
ভ্রাতৃগণে না কর স্মরণ।

চারি বেদে গায় তোমা, গুণের নাহিক সীমা,
কৃপাসিন্ধু ভক্তের জীবন।।
অনাথ দুর্ব্বল জনে, তুমি নাথ অনুক্ষণে,
বিষম সঙ্কটে কর পার।
যেই জন ভক্ত হয়, চরণে শরণ লয়ষ
তিন লোকে সম নয় তার।।
মোরা সব অল্পমতি, না করিনু ভক্তি স্তুতি,
না ভজিনু তোমার চরণ।
তোমা হেন ধন পেয়ে, পাপ চক্ষে নাহি চেয়ে,
বন্ধুরূপে কৈনু সম্ভাষণ।।
কৃপায় আপন গুণে, আমা ভাই পঞ্চজনে,
সঙ্কটে রাখিলে বারে বার।
অনাথ পাণ্ডবগণে, কি করিবে তোমা বিনে,
বন্ধুরূপে কে রাখিবে আর।।
রাজ্য ধন বন্ধু জায়া, ত্যজিয়া সকল মায়া,
নিজস্থানে করিলে গমন।
এমত করিবে যদি, মো সবারে গুণনিধি,
না কহিলে কিসের কারণ।।
মুষলপর্ব্বের কথা, বিচিত্র ভারত গাথা,
সর্ব্বদুঃখ শ্রবণে বিনাশ।
কমলাকান্তের সুত, হেতু সুজনের প্রীত,
বিরচিল কাশীরাম দাস।।

অর্জ্জুন কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণাদির ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য সম্পাদন

কৃষ্ণের শরীর পার্থ কোলেতে করিয়া।
বিলাপ করেন বহু কান্দিয়া কান্দিয়া।।
কৃষ্ণ প্রাণ, কৃষ্ণ নাথ, কৃষ্ণ ধন জন।
কৃষ্ণ বিনা পাণ্ডবের আছে কোন জন।।
এত দিনে পাণ্ডবেরে বঞ্চিলেন বিধি।
কোন্ দোষে হারাইনু কৃষ্ণ গুণনিধি।।
এই দ্বারাবতী আমি পূর্ব্বে আসিতাম।
আমারে পাইলাম কত পাইতে আরাম।।
সখা সখা বলি মোরে করি সম্বোধন।
ভুজ প্রসারিয়া আসি দিতে আলিঙ্গন।।

পূর্ব্বেতে কহিলে তুমি সবার ভিতর।
কৃষ্ণার্জ্জুন এক তনু নহে ভিন্ন পর।।
পাণ্ডুপুত্রগণ মোর প্রাণের সমান।
পাণ্ডবের কার্য্যেতে বিক্রীত মম প্রাণ।।
সারথিত্ব করিয়া সঙ্কটে কৈলে পার।
দুর্য্যোধন-ভয় হৈতে করিলে উদ্ধার।।
আমি তব সখা, প্রাণসখী যাজ্ঞসেনী।
পরম বান্ধবরূপে রাখিলে আপনি।।
পাখা যেন রক্ষা করে পক্ষীর জীবন।
সলিল রক্ষিত যেন মৎস্য আদি গণ।।
সেইরূপ পাণ্ডব রক্ষিত নারায়ণ।
তোমা বিনা কোন মতে রহিবে জীবন।।
দয়াময় কৃষ্ণ নীরব কিবা কারণে।
কোন্ দোষে দোষী হৈনু তোমার চরণে।।
তব প্রিয়সখা আমি সেই ধনঞ্জয়।
সখারে বিমুখ কেন হৈলে দয়াময়।।
একবার চাহ প্রভু মেলিয়া নয়ন।
সখা বলি বারেক করহ সম্বোধন।।
বারেক দেখাও চাঁদমুখের সুহাস।
বারেক বদনচাঁদে কহ সুধাভাষ।।
রত্ন-সিংহাসন ত্যজি ভূমিতে শয়নে।
চাঁদমুখ শুখাইল রবির কিরণে।।
কোন্ মুখে যাব আমি হস্তিনা নগরে।
কি বলিব গিয়া আমি রাজা যুধিষ্ঠিরে।।
ভাইগণে কি বলিব দ্রৌপদীর তরে।
কেমনে ধরিবে প্রাণ ধর্ম্ম নৃপবরে।।
হায় বিধি এত দিনে করিলে বিনাশ।
কোন্ দোষে হারাইনু বন্ধু শ্রীনিবাস।।
বিস্মরিলে সব কথা স্বীকার করিয়া।
সঙ্গে নিলে নিজ জনে পাণ্ডবে ত্যজিয়া।।
ভাগ্যবন্ত যদুকুল নাহি পুণ্য সীমা।
ইহলোকে পরলোকে পাইলেন তোমা।।
আমা সম হতভাগ্য পাপিষ্ঠ দুর্ম্মতি।
কোন্ গুণে পাব সেই কৃষ্ণপদে মতি।।
হা কৃষ্ণ কমলাকান্ত করুণানিদান।
তোমা বিনা রহে মম হৃদয় পাষাণ।।
কি বুদ্ধি করিব আমি, কোথাকারে যাব।
আর কোথা সে চাঁদবদন দেখা পাব।।
শিরেতে হানিয়া ঘাত কান্দিয়া অধীর।
ভূমে গড়াগড়ি যান পার্থ মহাবীর।।
দারুক সারথি বোধ করায় অর্জ্জুনে।
স্থির হও ধনঞ্জয়, শোক ত্যজ মনে।।
অকারণে শোক কৈলে কি হইবে আর।
আমি যাহা কহি, তাহা শুন সারোদ্ধার।।
বিধি নীতি আছে যেই ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম।
আপনি সবার শীঘ্র কর প্রেতকর্ম্ম।।
পূর্ব্বেতে আমারে কহিলেন গদাধর।
সবা হৈতে বড় প্রিয় পার্থ ধনুর্দ্ধর।।
যোগ আচরিয়া পিছে পাইবে আমারে।
এই কথা দারুক কহিবে পাণ্ডবেরে।।
সে কারণে এই কর্ম্ম হয়ত বিহিত।
সবার সৎকার কর্ম্ম করিতে উচিত।।
এমত সান্ত্বনা করে দারুক অর্জ্জুনে।
সৎকার করিতে পার্থ চিন্তিলেন মনে।।
চন্দনের কাষ্ঠ তথা আনি রাশি রাশি।
জ্বালিলেন চিতা-অগ্নি গগন পরশি।।
দেবকী রোহিণী বসুদেবের সহিত।
অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করিলা হরষিত।।

www.bengaliebook.com

রেবতী রামের সঙ্গে পশে হুতাশন।
অগ্নিকার্য্য সবাকার করেন অর্জ্জুন।।
সবাকার অগ্নিকার্য্য করি সমাপন।
বিধিমতে করিলেন শ্রাদ্ধাদি তর্পণ।।
কৃষ্ণলীলা কেবা বুঝে মহিমা অপার।
কাশী বলে, শুন জীব, হবে ভব পার।।

দস্যুগণ কর্ত্তৃক যদুপত্নীগণ হরণ ও তাঁহাদের পাষাণত্ব বিবরণ

কৃষ্ণের শরীর পার্থ কোলেতে করিয়া।
বিলাপ করেন বহু কান্দিয়া কান্দিয়া॥
কৃষ্ণ প্রাণ কৃষ্ণ নাথ কৃষ্ণ ধন জন।
কৃষ্ণ বিনা পাণ্ডবের আছে কোন্ জন॥
এতদিনে পাণ্ডবেরে বঞ্চিলেন বিধি।
কোন দোষে হারাইনু কৃষ্ণ গুণনিধি॥
এই দ্বারাবতী আমি পূর্ব্বে আসিতাম।
আমারে পাইলে কত পাইতে বিশ্রাম॥
সখা সখা বলি মোরে করি সম্বোধন।
ভূজ প্রসারিয়া আসি দিতে আলিঙ্গন॥
পূর্ব্বেতে কহিলে তুমি সভার ভিতর।
কৃষ্ণার্জ্জুন এক তনু নহে ভিন্ন পর॥
পাণ্ডুপুত্রগণ মম প্রাণের সমান।
পাণ্ডবের কার্য্যেতে বিক্রীত মম প্রাণ॥
সলিল রক্ষিত যেন মৎস্য আদি জন।
সেইরূপ পাণ্ডব রক্ষিত নারায়ণ॥
সারথিত্ব করিয়া সঙ্কটে কৈলে পার।
দুর্য্যোধন ভয় হৈতে করিলে উদ্ধার॥
আমি তব সখা প্রাণসখী যাজ্ঞসেনী।
পরম বান্ধবরূপে রাখিলে আপনি॥
পাখা যেন রক্ষা করে পাখীর জীবন।
সলিল রক্ষিত যেন জলচরগণ॥
ওহে প্রভু যদুনাথ নাহি শুন কেনে।
কোন্ দোষে দোষী হৈনু তব ও চরণে॥
তব প্রিয় সখা আমি সেই ধনঞ্জয়।
সখারে বিমুখ কেন হৈলে মহাশয়॥
একবার চাও প্রভু মেলিয়া নয়ন।
সখা বলি বারেক করহ সম্বোধন॥
বারেক দেখাও চাঁদমুখের সুহাস।
বারেক বদনচাঁদে কহ সুধাভাষ॥
রত্ন সিংহাসন ত্যজি ভূমিতে শয়ন।
চাঁদমুখে লাগিয়াছে রবির কিরণ॥
কোন্ মুখে যাব আমি হস্তিনানগরে।
কি বলিব গিয়া আমি রাজা যুধিষ্ঠিরে॥
ভাইগণে কি বলিব দ্রৌপদীর তরে।
কেমনে ধরিবে প্রাণ ধর্ম্ম নৃপবরে॥
হায় বিধি! এতদিনে করিলে নিরাশ।
কোন্ দোষে হারাইনু মিত্র শ্রীনিবাস॥
বিস্মরিলা সব কথা স্বীকার করিয়া।
সঙ্গে নিলে নিজ জনে পাণ্ডবে ত্যজিয়া॥
ভাগ্যবন্ত যদুকুল পুণ্য নাহি সীমা।
ইহলোকে পরলোকে পাইলেক তোমা॥
আমা সম হতভাগ্য পাপিষ্ঠ দুর্ম্মতি।
কোন্ গুণে পাব সেই কৃষ্ণপদে মতি॥
হা কৃষ্ণ কমলাকান্ত করুণা নিদান।
তোমা বিনা দহে মম হৃদয় পরাণ॥
কি বুদ্ধি করিব আমি কোথায় বা যাব।
আর কোথা সে চাঁদবদন দেখা পাব॥

www.bengaliebook.com

শিরেতে হানিয়া হাত কাঁন্দি উচ্চৈঃস্বরে।
ভূমে গড়াগড়ি যান পার্থ ধনুর্দ্ধরে॥
দারুক সারথি বোধ করায় অর্জ্জুনে।
স্থির হও ধনঞ্জয় শোক ত্যজ মনে॥
অকারণে শোক কৈলে কি হইবে আর।
আমি যাহা কহি তাহা শুন সারোদ্ধার॥
বিধি নীতি আছে যেই ক্ষত্রিয়ের ধৰ্ম্ম।
আপনি সবার তুমি কর প্রেতকৰ্ম্ম॥
পূৰ্ব্বেতে আমারে কহিলেন গদাধর।
সৰ্ব্ব হৈতে বড় প্রিয় পার্থ ধনুর্দ্ধর॥
যোগ আচরিয়া পরে পাইবে আমারে।
এই কথা দারুক কহিবা পাণ্ডবেরে॥
সে কারণে এই কৰ্ম্ম তোমার বিহিত।
সবার সৎকার কৰ্ম্ম করিতে উচিত॥
বহুমতে সান্ত্বনাদি করিল অর্জ্জুনে।
সৎকার করিতে পার্থ করিলেন মনে॥
চন্দনের কাষ্ঠ তথা করি রাশি রাশি।
জ্বালিলেন চিতানল গগন পরশি॥
দেবকী রোহিণী বসুদেবের সহিত।
অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করিল হরষিত॥
রেবতী রামের সনে পশি হুতাশন।
অগ্নিকাৰ্য্য সবাকার করিল অর্জ্জুন।
সবাকার অগ্নিকাৰ্য্য করি সমাপন।
বিধিমতে করিলেন শ্রাদ্ধাদি তর্পণ॥
দারুক পুনশ্চ কয় অর্জ্জুনের প্রতি।
অর্জ্জুন বন্ধুর কাৰ্য্য করহ সম্প্রতি॥
স্ত্রী গণে লইয়া যাও হস্তিনানগরে।
প্রভুর রমণীগণ বিদিত সংসারে॥
তোমা বিনা কার শক্তি রাখিবারে পারি।
সমুদ্র গ্রাসিবে এই দ্বারকানগরী॥
আজ্ঞা কর আমি বনে যাই মহাশয়।
শুনিয়া স্বীকার করিলেন ধনঞ্জয়॥
এতেক বৃত্তান্ত পার্থে কহি মহামতি।
দারুক চলিল যথা বনের নিবৃত্তি॥
কৃষ্ণের রমণীগণে লইয়া সংহতি।
গেলেন হস্তিনাপথে পার্থ মহামতি॥
দ্বারকা গ্রাসিল আসি সমুদ্রের জল।
প্রভুর মন্দির মাত্র জাগয়ে কেবল॥
এক শত পঞ্চ বর্ষ শ্রীমধুসূদন।
মৰ্ত্ত্যপুরে নিবসেন দ্বারকা ভুবন॥
স্ত্রীগণে লইয়া পার্থ করেন গমন।
হাতে ধরি গাণ্ডীব অক্ষয় শরাসন॥
হেনকালে দৈত্যগণ আছিল কোথায়।
কৃষ্ণের রমণীগণে দেখিবারে পায়॥
একত্র হইয়া যুক্তি করে সৰ্ব্বজন।
কৃষ্ণের রমণীগণে হরিব এখন॥
অর্জ্জুন লইয়া যায় যতেক সুন্দরী।
কাড়িয়া লইব হেন হৃদয়ে বিচারি॥
পার্থে আগুলিল আর সকল রমণী।
হস্তে ধরি স্ত্রীগণের করে টানাটানি॥
দেখিয়া কুপিত অতি বীর ধনঞ্জয়।
গাণ্ডীব ধরিল বীর ক্রোধে অতিশয়॥
অগ্নিদত্ত গাণ্ডীব অক্ষয় শরাসন।
যাহাতে করেন পার্থ ত্রৈলোক্য শাসন॥
দেবের বাঞ্ছিত ধনু অতি মনোহর।
খাণ্ডবদাহন কালে দিল বৈশ্বানর॥
ধরি ধনু হেলায়, হেলায় দিত গুণ।
এবে গুণ দিতে শক্ত নহেত অর্জ্জুন॥

মহাভয় হৈল ধনু তুলিতে না পারি।
কত কষ্টে গুণ দেন বহু শক্তি করি॥
টানিতে না পারি ধনু আকর্ণ পূরিয়া।
কিছু অল্প টানি, বাণ দিলেন ছাড়িয়া॥
মহাকোপে ছাড়িলেন বজ্রসম বাণ।
দৈত্য অঙ্গে ঠেকি পড়ে তৃণের সমান॥
বাছিয়া বাছিয়া বাণ বিন্ধে প্রাণপণে।
অবহেলে বাণ ব্যর্থ করে দৈত্যগণে॥
এড়িল অক্ষয় অগ্নি বাণ ধনঞ্জয়।
যত বাণ এড়িলেন সব ব্যর্থ হয়॥
যত বিদ্যা পাইলেন দ্রোণগুরু স্থান।
যত বিদ্যা পাইলেন অমর ভুবন॥
এ তিন ভুবনে যারে মানে পরাজয়।
দৈত্য সনে রণে সর্ব্ব অস্ত্র ব্যর্থ হয়॥
ব্রহ্ম অস্ত্র অর্জ্জুনের হৈল পাসরণ।
বিস্ময় মানিয়া চিন্তিলেন মনে মন॥
গাণ্ডীব ধনুক বীর ধরি দুই করে।
প্রহার করেন দৈত্যগণের উপরে॥
ইতর মনুষ্য যেন করে ধরি বাড়ি।
দৈত্যগণ অর্জ্জুনেরে করে তাড়াতাড়ি॥
দৈত্যগণ অর্জ্জুনেরে পরাজিয়া রণে।
স্ত্রীগণে লইয়া গেল স্বচ্ছন্দ গমনে॥
দৈত্যগণ পরশে প্রভুর নারীগণ।
পাষাণ পুত্তলি হ’ল ত্যজিয়া জীবন॥
পরাজয় মানি পার্থ পরম চিন্তিত।
কান্দিতে কান্দিতে যান অত্যন্ত দুঃখিত।।
বদরিকাশ্রমে গিয়া ব্যাসের নিকটে।
দণ্ডবৎ প্রণাম করিল করপুটে।।
অর্জ্জুনেরে মলিন দেখিয়া অতিশয়।
জিজ্ঞাসা করেন তাঁরে ব্যাস মহাশয়।।
কি হেতু হইলে দুঃখী কুন্তীর নন্দন।
আজি কেন দেখি তব মলিন বদন।।
দুষ্কর্ম্ম করিলে কিবা কহত আমারে।
পরাজয় হৈল কিবা সংগ্রাম ভিতরে।।
দেব-দৈত্যে হিংসিলে কি সুজনে পীড়িলে।
দুর্জ্জন সেবনে কিবা হীনতা পাইলে।।
এত বলি আশ্বাসিয়া মুনি মহাশয়।
করে ধরি বসাইল বীর ধনঞ্জয়।।
কান্দিয়া কহেন পার্থ মহাধনুর্দ্ধর।
কি কহিব মুনি সব তোমাতে গোচর।।
এত দিনে পাণ্ডবেরে বিধি হৈল বাম।
গোলোকনিবাসী হ’ল কৃষ্ণ বলরাম।
যাঁর অনুগ্রহে আমি বিজয়ী সংসারে।
হেলায় গাণ্ডীব ধনু ধরি বাম করে। ।
যম সম বৈরীগণে না করিনু ভয়।
পরাক্রমে করিলাম তিনলোক জয়।।
মম পরাক্রম-দেব সব জান তুমি।
এক রথে চড়িয়া জিনিনু মর্ত্ত্যভূমি।।
সেই তূন সেই ধনু সেই ধনঞ্জয়।
সকল নিস্ফল হৈল শুন মহাশয়।।
দৈত্যগণ আসি মোরে পরাজিল রণে।
কৃষ্ণের রমণী কাড়ি নিল মম স্থানে।।
প্রভু বিনা এই গতি হইল এখন।
এ পাপ জীবনে মম নাহি প্রয়োজন।।
বিক্রম বিজয় মোর সব দামোদর।
তাঁহার অভাবে ধরি পাপ কলেবর।।
কহ মুনি কি উপায় করিব এখন।
কেমনে পাইব আমি শ্রীমধুসূদন।।

www.bengaliebook.com

উচ্চৈঃস্বরে কান্দেন সঘনে বহে শ্বাস।
অর্জ্জুনেরে আশ্বাসিয়া কহিলেন ব্যাস।।
স্থির হও ধনঞ্জয় শোক পরিহর।
আমি যাহা করি তাহা শুন বীরবর।।
যা হইলে ধনঞ্জয় সব আমি জানি।
বল বুদ্ধি পরাক্রম দেব চক্রপাণি।।
অনাদি পুরুষ তিনি ব্রহ্ম সনাতন।
উৎপত্তি প্রলয় স্থিতি সেই নারায়ণ।।
নির্লেপ নির্গুণ নিরঞ্জন নিরাকার।
অক্ষয় অব্যয় তিনি অনন্ত আকার।
জল স্থল শূণ্য তিনি সকল সংসার।
সর্ব্বভূতে আত্মারূপে নিবাস তাঁহার।।
আত্মপর নাহি তাঁর সব সমজ্ঞান।
কীট পক্ষী মনুষ্যাদি সকলি সমান।।
তিনি ব্রহ্মা তিনি বিষ্ণু তিনি পঞ্চানন।
ইন্দ্র চন্দ্র সূর্য্য তিনি পবন শমন।।
চরাচর সর্ব্বভূতে বিশ্বে যেই জন।
পরমাত্মা রূপে ব্রহ্ম সেই সনাতন।।
কে জানিতে পারে সেই প্রভূর মহিমা।
চারিবেদে কিঞ্চিৎ না পায় যাঁর সীমা।।
শত কোটি কল্প যোগী ধ্যানে রাখি মন।
তবু নাহি পায় সেই প্রভু দরশন।
তোমরা পাইলে কত পুণ্যে সে বান্ধব,
কৃষ্ণ বিনা অন্য নাহি জান তোমা সব।।
ভক্তির অধিন সেই প্রভু নারায়ণ।
ভক্তিযোগে পাই সেই প্রভু দরশন।।
ত্যজিয়া মনের ধন্দ ভজ গিয়া তাঁহে।
ভক্তিরূপ ভগবান দূর হরি নহে।।
অচিরে অর্জ্জুন সেই কৃষ্ণকে পাইবে।
প্রিয়জন স্মরণেতে সতত চিন্তিবে।।
নিকটে থাকিতে তাঁরে যত ভক্তি ধরে।
শত কোটি ভক্তি হয় থাকিলে অন্তরে।।
জানিয়া অর্জ্জুন তুমি স্থির কর মন।
গৃহেতে গমন কর জানিয়া কারণ।।
পুনশ্চ বলেন পার্থ শুন মহাশয়।
এক কথা কহি, মোর খণ্ডাও বিস্ময়।।
দৈত্য হরি লইল প্রভুর নারীগণ।
ইহার কারণ তুমি কহ তপোধন।।
পূর্ব্বপুণ্যে কৃষ্ণ পতি পাইল স্ত্রীগণ।
সদাকাল সেবিলেক শ্রীকৃষ্ণ- চরণ।।
তাহা সবাকার কেন হৈল হেন গতি।
কহিবে ইহার হেতু মুনি মহামতি।।
অর্জ্জুনের বাক্য শুনি কহিলেক মুনি।
কার শক্তি হরিবেক শ্রীকৃষ্ণ-রমণী।।
পূর্ব্বের বৃত্তান্ত কহি শুন ধনঞ্জয়।
বিদ্যাধরীগণ ছিল ইন্দ্রের আলয়।।
প্রভুর প্রকাশ যবে হইল অবনী।
তাহা সবাকারে আজ্ঞা হৈল পদ্মযোনি।।
পৃথিবীমণ্ডলে জন্ম লহ গিয়া সবে।
ভাগ্য পূণ্যফলে সবে কৃষ্ণ পতি পাবে।।
লক্ষ্মী অংশ পেয়ে হবে লক্ষ্মীর সমান।
ভক্তিতে করিবে বশ বিষ্ণু ভগবান।।
বিধির আদেশ সর্ব্ব কন্যাগণ লৈয়া।
পৃথ্বীতে চলিত সবে হৃষ্টমতি হৈয়া।।
স্নান করিবারে গেল পুণ্যনদী তীরে।
অষ্টাবক্র নামে মুনি তথা তপ করে।।
ভক্তি করি কন্যাগণ প্রণতি করিল।
তুষ্ট হৈয়া মুনিবর আশীর্ব্বাদ দিল।।

www.bengaliebook.com

পৃথিবীতে গিয়া সবে পাবে কৃষ্ণ পতি।
মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে শুন গুণবতী।।
আশীর্ব্বাদ লাভ করি চলিল রমণী।
হেনকালে জল হৈতে উঠে মহামুনি।
অষ্ট ঠাঁই কুব্জ বক্র খর্ব্ব কলেবর।
পাদযুগ বঙ্কিম, বঙ্কিম দুই কর।।
শ্রবণ নাসিকা চক্ষু সব বিপরীত।
দেখিয়া অপূর্ব্ব সব হইল বিস্মিত।।
মুনিরূপ দেখি সবে উপহাস কৈল।
তাহা শুনি মুনিবর কূপিয়া কহিল।।
আমা দেখি উপহাস কর নারীগণ।
সে কারণে শাপ দিব শুন সর্ব্বজন।।
পৃথিবীতে গিয়া সবে কৃষ্ণে পতি পাবে।
এই অপরাধে সবে দৈত্য হরি লবে।।
মুনির বচনে সবে কম্পিত শরীর।
নিবেদন করে তবে চরণে মুনির।।
অবলা স্ত্রীজাতি মোরা সহজে চঞ্চলা।
ক্ষম অপরাধ মুনি দেখিয়া অবলা।।
প্রসন্ন হইয়া কর শাপ বিমোচন।
ধর্ম্মে মতি রহু আজ্ঞা কর তপোধন।।
তুষ্ট হ'য়ে পুনরপি মুনিবর কহে।
কহিলাম যে কথা সে কভু ব্যর্থ নহে।।
অবশ্য হরিবে দৈত্য না হবে এড়ান।
দৈত্যের পরশে সবে হইবে পাষাণ।।
পূর্ব্বের বৃত্তান্ত এই জানাই তোমায়।
কন্যাগণে দৈত্য হরে এই অভিপ্রায়।।
পাষাণ হৈল তারা দৈত্যের পরশে।
প্রভুর রমণীগণ গেল তাঁর পাশে।।
না ভাবিও চিত্তে দুঃখ চল নিজ ঘরে।
ভোগ অভিলাষ ত্যজি ভজহ কৃষ্ণেরে।।
এত বলি অর্জ্জুনেরে দিলেন বিদায়।
প্রণমিয়া ধনঞ্জয় যান হস্তিনায়।।
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান।

অর্জ্জুন কর্ত্তৃক যুধিষ্ঠিরের নিকট যদুবংশ ধ্বংস কীর্ত্তন

জন্মেজয় কহে তবে শুন তপোধন।
অতঃপর কি হইল কহ বিবরণ।।
পাণ্ডুপুত্র পঞ্চভাই শ্রীকৃষ্ণ বিয়োগে।
কিমতে ধরিল প্রাণ এত শোক ভোগে।।
বিশেষিয়া কহ মুনি মহাশয় মোরে।
এ তাপ খণ্ডাও মম মনের ভিতরে।।
তব মুখে শ্রুতবাক্য সুধা হৈতে সুধা।
শ্রবণেতে আমার খণ্ডিল সব ক্ষুধা।।
পিতামহ উপাখ্যান অপূর্ব্ব আখ্যান।
তব মুখে শুনিলে জন্ময়ে দিব্যজ্ঞান।।
বিখ্যাত বৈশম্পায়ন মহাতপোধন।
ব্যাস উপদেশ শাস্ত্রে অতি বিচক্ষণ।।
নৃপতির বাক্য শুনি আনন্দিত মনে।
কহিতে লাগিল মুনি জন্মেজয় স্থানে।।
মুনি বলে শুন কুরুবংশ চূড়ামণি।
অনন্তরে শুন পিতামহের কাহিনী।।
বসিলেন ধর্ম্মরাজ রত্ন সিংহাসনে।
শিরেতে ধরিল ছত্র পবন-নন্দনে।।
চামর ঢুলায় দুই মদ্রবতী-সুত।
পাত্র মিত্র অমাত্য সংযুত গুণযুত।

www.bengaliebook.com

সভায় বসিয়া রাজা ধর্ম্ম অবতার।
হরষিতে বসি সবে করেন বিচার।।
হেনকালে অমঙ্গল দেখি বিপরীত।
দিবসেতে শিবাগণ ডাকে চারিভিত।
অন্তরীক্ষে গৃধ্রপক্ষী উড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে।
বিপরীত শব্দ করি ঘন ডাকে কাকে।।
বিনা মেঘে ঘোর ডাকে ভীষণ গর্জ্জন।
বিপরীত বাত বহে ভস্ম বরিষণ।।
প্রলয় প্রলয়ে যেন অগ্নি বরিরণ।
ঘোরতর শব্দে ডাকে পশু-পক্ষীগণ।।
ঘরে ঘরে নগরে লোকের কলরব।
অন্যে অন্যে কোন্দল করযে লোক সব।।
পিতাপুত্রে বিবাদ শাশুড়ী বধূ সনে।
ব্রাহ্মণ সহিত দ্বন্দ্ব করে শূদ্রগণে।।
জনকের কেশে ধরি মারয়ে তনয়।
ভাল মন্দ নাহি মুখে যাহা আসে কয়।।
দেউল প্রাচীর ভাঙে দেবের দেহর।
প্রতিমা সকল নাচে গায় মনোহর।।
অবিশ্রান্ত ক্ষণে ক্ষনে নাচে বসুমতী।
বিধিধ উৎপাত বহু হইল অনীতি।।
দেখিয়া বিস্ময় চিত্ত ধর্ম্মের নন্দন।
চিন্তাযুক্ত হ'য়ে মনে করেন ভাবন।।
না জানি কি হেতু হয় এত অমঙ্গল।
মন স্থির নহে মম হৃদয় বিকল।।
দ্বারকানগরে গেল পার্থ মহারথা।
তার ভদ্রাভদ্র কিছু না পাই বারতা।।
না জানি কি বিরোধ করিল কার সনে।
নাহি জানি কি কর্ম্ম করিল সেইখানে।।
কিবা পার্থ সমরে পাইল পরাজয়।
এত অমঙ্গল দেখি অকারণ নয়।।
কিরূপে ত্বরিতে পাই পার্থের বারতা।
শীঘ্রগতি দূত পাঠাইয়া দেহ তথা।।
কি কারণে আজ মম আকুল পরাণ।
বাম আঁখি নাচে এই বড় অলক্ষণ।।
এইরূপে যুধিষ্ঠির করেন ভাবন।
বিষাদ করেন রাজা চিন্তাকুল মন।।
পার্থ আইলেন তবে দ্বারকা হইতে।
হস্তিনায় প্রবেশিল কান্দিতে কান্দিতে।।
হায় কৃষ্ণ বলিয়া কান্দেন ঘনে ঘন।
কিমতে যাইব আমি হস্তিনা ভুবন।।
কি বলিব গিয়া আমি ধর্ম্ম নৃপবরে।
হায় প্রভু তোমা বিনা কি হবে আমারে।।
নয়নযুগলে বারি বহে অনিবার।
শুষ্কমুখে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি হাহাকার।।
গাণ্ডীব ধরিতে নাহি হইলেন ক্ষম।
কৃষ্ণের সহিত গেলে বীরত্ব বিক্রম।।
রথেতে গাণ্ডীব রাখি বীর ধনঞ্জয়।
পদব্রজে চলিলেন অতি দীন প্রায়।।
দূরে দেখি ধর্ম্ম জিজ্ঞাসেন বৃকোদরে।
এই দেখ অর্জ্জুন আসিছে কতদূরে।।
অর্জ্জুনের রথ হেন পাই দরশন।
অর্জ্জুন আইসে মম হেন লয় মন।।
কিহেতু এতেক ধীরে চলে রথবর।
বিষাদ গমন হেন বুঝি যে অন্তর।।
অর্জ্জুনেরে দেখি আজি বড়ই মলিন।
কৃষ্ণবর্ণ শুষ্কমুখ যেন অতি দীন।।
দারুক আইল পূর্ব্বে কৃষ্ণের আদেশে।
অর্জ্জুনে লইয়া গেল গোবিন্দের পাশে।।

www.bengaliebook.com

কতবার যায় পার্থ দ্বারকা ভুবন।
আনন্দসাগরে আসে নিজ নিকেতন।।
আজি কেন অমঙ্গল দেখি অপ্রমিত।
কলহ করিল কিবা কাহার সহিত।।
কিম্বা কোন অপরাধ কৈল প্রভুস্থানে।
সেই দোষে কৃষ্ণ কি করিলেন ভর্ৎসনে।।
বলভদ্র সহ কিবা করিল বিবাদ।
না জানি ঘটিল আজি কেমন-বিষাদ।।
যদি পার্থ হ'য়ে থাকে কৃষ্ণের বর্জ্জিত।
সকলে নৈরাশ হ'ল পাণ্ডব নিশ্চিত।।
কৃষ্ণ বিনা পাণ্ডবের কেবা আছে আর।
সকল সম্পদ মম চরন তাঁহার।।
তাঁহার বর্জ্জিত হ'য়ে কে ধরিবে দেহ।
কি করিব রাজ্যধন কি করিব গেহ।।
এইমত যুধিষ্ঠির করেন চিন্তিত।
নিকটে আইল পার্থ ইন্দ্রের নন্দন।।
চিত্র পুত্তলিকা প্রায় মুখে নাহি বোল।
পড়িল ধরণীতলে হইয়া বিহ্বল।
হা কৃষ্ণ বলিয়া বীর লোটায় ধরণী।
অর্জ্জুনের নেত্রজলে ভিজিল অবনী।।
রাজা জিজ্ঞাসেন কহ কুশল সংবাদ।
পাণ্ডবের তরে কিবা হইলে প্রমাদ।।
কি দোষ করিলে তুমি কৃষ্ণের চরণে।
গোবিন্দ বর্জ্জিত কি হইলে এত দিনে।।
স্বরূপেতে বলহ কুশল সমাচার।
কি কারণে এত দুঃখ হইল তোমার।।
উঠ উঠ ধনঞ্জয় কহ বিবরণ।
কি প্রকারে আছে সে শ্রীমধুসূদন।।
কি কারণে ত্বরিত সে দারুক আইল।
ভাল মন্দ সমাচার কিছু না কহিল।।
তোমাকে লইয়া গেল দ্বারকা নগরী।
কহ তুমি কিরূপে ভেটিবে দেব হরি।।
জগতের হর্ত্তা কর্ত্তা দেব নারায়ণ।
এক লোমকূপে তাঁর বৈসে কত জন।।
কত শিব ইন্দ্র যাঁর এক লোমকূপে।
তাঁহারে সম্ভাষ তুমি করিলে কি রূপে।।
মাতুল নন্দন হেন বিচারিল মনে।
সেই দোষে কৃষ্ণ নাহি চাহিল নয়নে।।
কিবা বলভদ্র সহ কৈলে অবিনয়।
কি দোষ করিলে তুমি ভাই ধনঞ্জয়।।
চারিভিতে চারি ভাই মলিন বদন।
ধূলায় লোটায় বীর ইন্দ্রের নন্দন।।
অর্জ্জুন কহেন রাজা কি কহিব আর।
এতদিনে কৃষ্ণহীন হইল সংসার।।
পাণ্ডবের বন্ধুরূপী সেই নারায়ণ।
তাহাতে বর্জ্জিত হ'লে শুনহ রাজন।।
ব্রহ্মশাপে যদুবংশ হইলেক ক্ষয়।
দ্বন্দ্ব যুদ্ধ করি সবে করিল প্রলয়।।
কামদেব আদি যেই কৃষ্ণের নন্দন।
কৃতবর্ম্মা সাত্যকি যতেক যদুগণ।।
পরস্পর যুদ্ধ করি হইল সংহার।
একজন যদুকূলে না রহিল আর।।
যোগে তনু ত্যজিলেন রেবরীরমণ।
নিম্ববৃক্ষে আরূঢ় ছিলেন নারায়ণ।।
ব্যাধ এক আছি বাণে বিন্ধিল চরণ।
তাহে ত্যজিলেন প্রাণ শ্রীমধুসূদন।।
পাণ্ডবকুলের নাথ দেব জনার্দ্দন।
তাঁহার বিয়োগে হ' ল সকল মরণ।।

কি করিব রাজ্যধন কি কাজ জীবনে।
সকল নিরাশ হ’ল গোবিন্দ বিহনে।।
গাণ্ডীব ধরিতে মম শক্তি নাহি আর।
দশদিক শূন্য দেখি সকলি অন্ধকার।।
মুষলপর্ব্বের কথা অপূর্ব্ব ঘটন।
পয়ার প্রবন্ধে কাশীদাস বিরচন।।

যুধিষ্ঠিরের বিলাপ

অর্জ্জুনের বাক্য শুনি, যুধিষ্ঠির নৃপমণি,
পড়িলেন ধরনী উপর।
ভীমসেন মাদ্রীসুত, ভদ্রা কৃষ্ণা পরীক্ষিত,
লোটাইয়া ধূলায় ধূসর।।
চিত্রের পুত্তলি প্রায়, ভূমে গড়াগড়ি যায়,
প্রাণধন গোবিন্দ বিহনে।
হাহাকার শব্দ করি, কান্দি ধর্ম্ম অধিকারী,
পড়িলেন ভূমে অচেতনে।।
হা কৃষ্ণ করুণাসিন্ধু, পাণ্ডবগণের বন্ধু,
পার্থরূপ পক্ষীর জীবন।
বিবিধ সঙ্কটে ঘোরে, রক্ষা কৈলে বারে বারে,
কুরুক্ষেত্র আদি মহারণ।।
খাণ্ডবদাহন কালে, ইন্দ্র আদি দিকপালে,
তোমার কৃপায় হৈল জয়।
নিবাত কবচ আদি, যত দেবগণ বাদী,
একেলা বধিল ধনঞ্জয়।।
উত্তর গোগ্রহে রণে, ভীষ্ম আদি বীরগণে,
একেশ্বর জিনিল ফাল্গুনী।
দুর্য্যোধন ভয় হৈতে, রক্ষা কৈলে কুরুক্ষেত্রে,
সারথিত্ব করিলে আপনি।।
পূর্ব্বেতে পাশায় জিনি, সভামধ্যে যাজ্ঞসেনী,
ধরিয়া আনিল দুর্য্যোধন।
বিবস্ত্রা করিতে তারে, দুষ্ট দুঃশাসন ধরে,
বস্ত্র ধরি টানে ঘনে ঘন।।

পঞ্চস্বামী বিদ্যমান, কিছুতে না দেখি ত্রাণ,
ডাকিল তোমার নাম ধরি।
অনাথের নাথ তুমি, তখনি জানিনু আমি,
রক্ষা কৈলে দ্রুপদকুমারী।।
দ্বিতীয় প্রহর নিশি, আসিল দুর্ব্বাসা ঋষি,
ঘোরতর অরণ্য ভিতর।
সে সমুদ্রে পাণ্ডুসুতে, ফেলাইল কুরুনাথে,
তাহাতে রাখিলা দামোদর।।
বিরাট নগর হৈতে, দুর্য্যোধন কুরুসুতে,
হস্তিনা আইসে দূতগণে।
তোমার মুখের বাণী, না শুনিল কুরুমণি,
ঘোরতর করিল দারুণে।।
কৃপাসিন্ধু অবতার, সঙ্কটে করিলে পার,
বন্ধুরূপে পাণ্ডব নন্দনে।
পুনঃ আমি শোকান্তরে, অরণ্যে যাবার তরে,
সত্য চিন্তিলাম নিজ মনে।।
প্রবোধিয়া বিধিমতে, আমারে রাখিলে তাতে,
বুঝাইয়া অশেষ প্রকার।
হায় দুঃখ বিমোচন, পাণ্ডবের প্রাণধণ,
তোমা বিনা কে আছে আমার।।
যুধিষ্ঠির নৃপবর, ধনঞ্জয় বৃকোদর,
সহ দুই মাদ্রীর নন্দন।
শোকসিন্ধু মধ্যে পড়ি, ধরণীতে গড়াগড়ি,
কৃষ্ণ কৃষ্ণ ডাকে ঘনে ঘন।।
ভারত অমৃত কথা, ব্যাসের রচিত গাথা,
সর্ব্ব দুঃখ শ্রবণে বিনাশ।
কমলাকান্তের সুত, সুজনের মনপ্রীত
বিরচিল কাশীরাম দাস।।

www.bengaliebook.com

দ্রৌপদীর সহিত পঞ্চ পাণ্ডবের মহাপ্রস্থান

রাজা বলে ভাই সব কি ভাবিছ আর।
ব্রাহ্মণে আনিয়া দেহ সকল ভাণ্ডার।।
কৃষ্ণ বিনা গৃহবাসে নাহি প্রয়োজন।
কৃষ্ণের উদ্দেশ্যে যাব নিশ্চয় বচন।।
সকল সম্পদ মম সেই জগৎপতি।
তাঁহা বিনে তিলেক উচিত নহে স্থিতি।।
যথায় পাইব দেখা শ্রীনন্দনন্দনে।
কৃষ্ণ অনুসারে আমি যাইব আপনে।।
বুঝিয়া রাজার মন ভাই চারিজন।
করপুট করিয়া করেন নিবেদন।।
পাণ্ডবের গতি তুমি পাণ্ডবের পতি।
তুমি যেই পথে যাবে সেই পথে গতি।।
তোমা বিনা কে আর করিবে কোন কাজ।
কৃপায় সংহতি করি লহ ধর্ম্মরাজ।।
আজন্ম তোমার পাশে নহি বিচলিত।
আমার সবা ত্যজিবারে নহে ত উচিত।।
এত শুনি আশ্বাসেন ধর্ম্ম নরপতি।
প্রণমিয়া করপুটে কহেন পার্ষতি।।
আমি ধর্ম্মপত্নী তব ভাই পঞ্চজনে।
আমারে ছাড়িয়া সবে যাইবে কেমনে।।
তোমা সবা সঙ্গে আমি যাইব নিশ্চয়।
অনুগত জনেরে না ত্যজ কৃপাময়।।
তোমার যে গতি রাজা আমার সে গতি।
অনুগত জনে রাজা করহ সংহতি।।
শুনি আশ্বাসেন তবে ধর্ম্মের নন্দনে।
দ্রুপদনন্দিনী হৈল হরষিত মনে।।
সোনা রত্ন সবারে বিলান অপ্রমিত।
মথুরা নগরে দূত পাঠান ত্বরিত।।
ঊষা (?) অনিরুদ্ধসূত বজ্রনাম ধরে।
যদুবংশ শেষ মাত্র তিনি একেশ্বরে।।
যুধিষ্ঠির আশয় বুঝিয়া বজ্রবীর।
সত্বরে আইল যথা রাজা যুধিষ্ঠির।।
বজ্রবীরে পেয়ে পঞ্চ পাণ্ডুর কুমার।
আলিঙ্গন করি হৈল আনন্দ অপার।।
ইন্দ্রপরস্থপাটে তারে অভিষেক করি।
ছত্রদণ্ড অর্পিলেন ধর্ম্ম অধিকারী।।
তাহারে কহেন তবে ধর্ম্ম নৃপবর।
কৃষ্ণের প্রপৌত্র তুমি বৃষ্ণিবংশধর।।
এই ইন্দ্রপ্রস্থ তুমি কর অধিকার।
হস্তিনাতে পরীক্ষিত পাবে রাজ্যভার।।
তোমার প্রপিতামহ শ্রীমধুসূদন।
করিলেন বন্ধুরূপে আমারে পালন।।
এত কহি যুধিষ্ঠির সত্বর হইয়া।
বজ্রহস্তে ইন্দ্রপস্থে দেন সমর্পিয়া।।
তবে যুধিষ্ঠির রাজা হস্তিনা ভুবনে।
পরীক্ষিত বসায়েন রাজ-সিংহাসনে।।
পঞ্চতীর্থ জল আনি করি অভিষেক।
সমর্পিয়া পাত্র মিত্র অমাত্য যতেক।।
চতুর্দ্দিকে ঘন হয় হরি হরি ধ্বনি।
হস্তিনায় পরীক্ষিত হৈল নৃপমণি।।
শুভক্ষণ করিয়া পাণ্ডব পঞ্চবীর।
পাঞ্চাল নন্দিনী সঙ্গে হইল বাহির।
শ্রীহরি শ্রীহরি বলি ডাকি উচ্চৈঃস্বরে।
বিদায় দিলেন যত বন্ধু বান্ধবেরে।

কৃপাচার্য্য গুরুপদে প্রণাম করিয়া।
ধৌম্য পুরোহিত স্থানে বিদায় হইয়া।।
চলিল পাণ্ডব সহ দ্রুপদনন্দিনী।
হৃদয়ে ভাবিয়া সে দেব চক্রপাণি।।

প্রজাগণের খেদোক্তি

হায় ধর্ম্ম বৃকোদর, ধনঞ্জয় বীরবর,
সহদেব নকুল কুমার।
দ্রৌপদী পাঞ্চাল-সুতা, সতীসাধ্বী পতিব্রতা,
চরিতে লক্ষ্মীর অবতার।।
দ্রুপদ তোমার তাত, পাঞ্চালের নরনাথ,
তোমা কন্যা হৈতে হৈল সুখী।
তব স্বয়ম্বর-কালে, পৃথিবীর মহীপালে,
তোমারে দেখিল শশিমুখী।।
ধৃষ্টদ্যুম্ন সহোদর, অতুল বিক্রমধর,
যজ্ঞেতে জন্মিল দুই জন।
সবে বলে মহাতেজা, এল এক লক্ষ রাজা,
দ্রুপদ ভাবেন মনে মন।।
এ কন্যার যোগ্য পতি, অন্য নাহি দেখি ক্ষিতি,
পাণ্ডুর তনয় বিনা আর।
অপূর্ব্ব ভাগ্যের বশে, উপনীত সেই দেশে,
কুন্তীসহ পাণ্ডুর কুমার।।
সভামধ্যে লক্ষ্য হানি, তোমারে লইল জিনি,
দ্বিজরূপে ইন্দ্রের তনয়।
অনাথ দেখিয়া তারে, দুষ্ট যত নৃপবরে,
বেড়িল লইয়া অস্ত্রচয়।।
এক লক্ষ নরপতি, সবে হৈল একমতি,
প্রহারয়ে নানা অস্ত্রগণ।
ভীম পার্থ দুই বীরে, জিনিলেক সবাকারে,
তোমা লয়ে করিল গমন।।
তুমি এলে পাণ্ডুকুলে, তোমার আশ্রয়ফলে,

www.bengaliebook.com

পাণ্ডবের সম্পদ অপার।
জিনিল সকল পৃথ্বী, রাখিল অনেক কীর্ত্তি,
সখ্য-বল করিয়া তোমার।।
দুর্য্যোধন নরপতি, পাশায় জিনিল তথি,
সভামধ্যে আনিল তোমায়।
তাহে লজ্জা নিরারণ, করিলেন নারায়ণ,
সর্ব্বজন দেখিল সভায়।।
সেই অপরাধে যত, গান্ধারী- তনয় শত,
একে একে হইল সংহার।
তুমি সর্ব্ব গুণবতী, সাধ্বী পতিব্রতা সতী,
জননী সমান মো সবার।।
প্রত্যক্ষ সকলে জানে, তোমার এ সুলক্ষণে,
দয়াময়ী জননী- রূপিণী।
তুমি লক্ষ্মী সরস্বতী, স্বাহা স্বধা শচী রতি,
সাবিত্রী পার্ব্বতী কাত্যায়নী।।
তুমি ত জগৎ-মাতা, সবে জানে তব কথা,
বিষ্ণুর প্রেয়সী সহচরী।
স্বামীগণ সঙ্গে করি, ত্যজিয়া হস্তিনাপুরী,
কোন্ স্থানে চলেছ সুন্দরী।।
প্রায় হেন লয় মন, পুনরপি দুর্য্যোধন,
কপটে আনিয়া পাশা-সারি।
জিনিলেক রাজ্যধন, তোমা সব যাহ বন,
আমা সবাকারে পরিহরি।।
না ত্যজ না ত্যজ মাই, তোমা বিনা গতি নাই,
আমরা চলিব সর্ব্বজন।
ওহে ধর্ম্ম-মহারাজা, ভীম পার্থ মহাতেজা,
ওহে দুই মাদ্রীর নন্দন।।
তোমা বিনা গৃহবাস, আর যত অভিলাষ,
ছাড়ি পাপ জীবনের সাধ।

মহারাজ তোমা হৈতে, সদা সুখ পৃথিবীতে,
আজ কেন এতেক প্রমাদ।।
বাহুড় বাহুড় রায়, তোমারে এ না যুয়ায়,
নির্দ্দয় হৈতে কদাচিৎ।
তুমি ধর্ম্ম-অধিকারী, কৃপাময় অবতরি,
তুমি সর্ব্ব জগতে বিদিত।।
তোমার এমন কাজ, যুক্তি নহে মহারাজ,
শোকবংশ ত্যজহ সংসার।
পূর্ব্বে মহাশোক করি, তপস্বীর বেশ ধরি,
বনে যেতে করিলে বিচার।।
দেববেদ চক্রপাণি, ভীষ্মদেব ব্যাসমুনি,
প্রবোধ দিলেন যে প্রকার।
এবে শোক নিবারণ, করাইবে কোন্ জন,
কেহ আর নাহিক তোমার।।
ওহে ভীম ধনঞ্জয়, মাদ্রীর তনয়দ্বয়,
প্রবোধ করহ নৃপবরে।
সবে হৈল শোকান্তর, শুন বীর বৃকোদর,
শোক ত্যজি বুঝাহ সবারে।।
এইমত প্রজাগণ পাত্র মিত্র পুরজন,
সর্ব্বলোক কান্দিয়া কাতর।
দেখিয়া এমন কাজ, সদ পাণ্ডবরাজ,
প্রবোধেন বাক্যে বহুতর।।
ক্ষমা দেহ সর্ব্বলোক, আর না করিহ শোক,
মায়াময় এই ত সংসার।
বুঝিয়া কার্য্যের গতি, সবে স্থির কর মতি,
অসার সংসার, কৃষ্ণ সার।।
পাণ্ডবের ইষ্ট বন্ধু, সেই কৃষ্ণ কৃপাসিন্ধু,
ত্যজিলেন দ্বারকা-নিবাস।
সে হেন বান্ধব বিনু, নিষ্ফল হইল তনু,

www.bengaliebook.com

বিফল সকল অভিলাষ।।

মাহভারতের কথা, ব্যাসের রচিত গাথা,
শ্রবণে কলুষ বিনাশন।
শিরেতে বন্দিয়া নিজ, দ্বিজগণ পদরজঃ,
কাশীরাম দাস বিরচন।।

প্রজালোকের প্রতি যুধিষ্ঠিরের প্রবোধবাক্য এবং অর্জ্জুনের গাণ্ডীব ধনু ও অক্ষয় তূণীরদ্বয় পরিত্যাগ

ধর্ম্ম বলিলেন শুন আমার বচন।
শোক না করহ সবে যায় নিকেতন।।
এই পরীক্ষিত হ'ল রাজ্যেতে রাজন।
আমা সম তোমা সবে করিবে পালন।।
সংসার অসার সার নন্দের নন্দন।
মনেতে চিন্তহ সেই কৃষ্ণের চরণ।
কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ চিন্ত কৃষ্ণ কর সার।
ভেবে দেখ কৃষ্ণ বিনা গতি নাহি আর।।
এইরূপে প্রবোধ করিয়া বহুতর।
কৃষ্ণ বলি চলিলেন পঞ্চ সহোদর।।
হেনমতে পঞ্চ ভাই যান পূর্ব্বমুখে।
হেনকালে বৈশ্বানর দেখেন সম্মুখে।
অর্জ্জুনে চাহিয়া চলিছেন বৈশ্বানর।
আমার বচন শুন পার্থ ধনুর্দ্ধর।।
আমি হুতাশন, শুন ইন্দ্রের নন্দন।
মম হেতু করিয়াছ খাণ্ডবদাহন।।
তোমা পঞ্চ সহোদর দেব অবতার।
বিষ্ণু সহ পৃথিবীতে করিলে বিহার।।
করিলে অনেক কর্ম্ম বিনাশিলে ভার।
পরম সন্তোষ হৈল পৃথিবী অপার।।
অতঃপর কিছু আর নাহি প্রয়োজন।
স্বর্গবাসে চলিলে তোমরা পঞ্চজন।।
অক্ষয় যুগল তূণ গাণ্ডীব ধনুক।
দেহত আমায় তবে এ নহে কৌতুক।।
এত শুনি পঞ্চভাই পাঞ্চালী সহিত।
প্রণিপাত করিলেন হ'য়ে হরষিত।।
গাণ্ডীব ধনুক আর তূণপূর্ণ শর।
অগ্নি বিদ্যমানে দেন পার্থ ধনুর্দ্ধর।।
ধনুক লইয়া অগ্নি হৈল অন্তর্দ্ধান।
করপুটে পঞ্চজন করেন প্রণাম।।
তবে পূর্ব্বমুখ হ'য়ে যান ছয় জন।
বনে বনে চলিলেন ভাই পঞ্চজন।

মুষলপর্ব্ব সমাপ্ত।